শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 April, 2021 ■ আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১৫ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# রাজ্যে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১২৪ জন, সক্রিয় ৯০৪

## দ্বিতীয় ঢেউ-এ ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সীরা সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত, বাদ যায়নি ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুরাও

**আগরতলা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।।** ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২৪ জন। দ্বিতীয় ঢেউ-এ এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের থেকেও ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। কারণ, এ-বছর অতিমারির প্রভাব অনেক আগেই ত্রিপুরায় আছড়ে পড়েছে। গত বছর এমন সময়ে করোনা-র প্রভাব তেমনভাবে ত্রিপুরায় দেখা দেয়নি। তবে, গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে, সামান্য স্বস্তি মিলেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯০৪।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৫১৪ এবং রেপিড এন্টিজেন-র মাধ্যমে ৪০৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৯ জন এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ১১৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১২৪ জন নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবর-ও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৯০৪ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৪৮৬২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩৫০৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.০১ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৬.২৬ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.১৩ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে খবর, আবারও পশ্চিম জেলায় সংক্রমণ-এ শীর্ষে রয়েছে। নতুন করে পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ৯৫ জন, দক্ষিন জেলায় ১০ জন, গোমতি জেলায় ২ জন, ধলাই জেলায় ২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪ জন, উনোকোটি জেলায় ৭ জন এবং খোয়াই জেলায় ২ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, দ্বিতীয় ঢেউ-এ ত্রিপুরায় ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী-রা সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, দ্বিতীয় ঢেউ-এ ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুরাও আক্রান্ত হচ্ছে। এমনকি ১০ থেকে ২০ বছর বয়সী-রাও করোনা আক্রান্তের তালিকায় ঠাই পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ কতটা ভয়ংকর সহজেই তা অনুমান করা যাচ্ছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-র ত্রিপুরায় মিশন অধিকর্তা ড় সিদ্ধার্থ শিব জেইসয়াল-র দেওয়া তথ্য অনুসারে যাটোর্দ নাগরিক-রা তুলনামূলক করোনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মধুপুরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ এপ্রিল।।** রহস্যজনক মৃত্যু হল বছর ৩২ এর এক যুবক। মৃতের নাম অজয় বড়ুয়া। বাড়ি আসাম। বুধবার দুপুরে মধুপুর সাহাপাড়া এলাকা থেকে উদ্ধার হয় যুবকের মৃতদেহ। স্থানীয় চিন্ময় সরকারের ঘর থেকে অজয় বড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মধুপুর হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। তবে মৃত্যুর কারণ এখন পর্যন্ত অনুমান করতে পারেনি পুলিশ। জানা গেছে গত ৭ বছর ধরে অজয় বড়ুয়া মধুপুর এলাকায় বাস করে।

# শান্তিরবাজারে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ এপ্রিল।।** শান্তিরবাজারের অলোইছড়া এলাকায় রাবার বাগান থেকে উদ্ধার এক সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত অলোইছড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশ্ববর্তী রাবার বাগানে একটি ব্যাগ দেখতে পায় এলাকাবাসী। এইব্যাগ দেখে লোকজনের মধ্যে সন্দেহ জাগে।

পরবর্তী সময় এলাকাবাসী দেখতে পায় ব্যাগের মধ্যে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ। সদ্যজাত শিশুটি ছেলে বলে জানাযায়। ঘটনা জানাজানির পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারকরে ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য লক্ষ্যকরাগেলো।

সকলের মধ্যে একটিই প্রশ্ন জাগছে এই সদ্যজাত শিশু কারোর পাপের ফলনয়তো? ঘটনাস্থলে উপস্থিত এলাকাবাসীরা জানান এই সদ্যজাত শিশুর মা যদি শিশুটিকে লালন পালন না করতে পারতো তাহলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ৬.৪ তীব্রতায় কাঁপল অসম পরবর্তীতে আরও ছয়বার কম্পনের অনুভূতি, আহত ৪

**গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.)।।** প্রকৃতি মনে হচ্ছে গুনে গুনে প্রতিশোধ নিচ্ছে। একদিকে করোনা-র প্রকোপে চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। এরই মাঝে বুধবার অসম ভূমিকম্পে কেঁপেছে। রিখটার স্কেলে ৬.৪ তীব্রতার কম্পনে অসম-এ বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী আরও ছয়বার কেঁপেছে অসম। তাতে, এখন পর্যন্ত চারজনের আহত হওয়ার খবর মিলেছে। অসম সরকার পরিস্থিতি-র উপর নজর রেখেছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টেলিফোন-এ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল-র সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন এবং সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ সকাল ৭টা ৫১ মিনিট ২৫ সেকেন্ড-এ অসম-র শোনিতপুর জেলায় ভূগর্ভ থেকে ১৭ কিমি গভীরে ভূমিকম্পের উতত্তি ছিল। রিখটার স্কেলে যার তীব্রতা ৬.৪ রেকর্ড করা হয়েছে। মূলত, উত্তর গুয়াহাটি থেকে ১৪০ কিমি দুরত্বে অবস্থিত ধেকিয়াজুলি টাউন এলাকায় ওই ভূমিকম্পের উতত্তি হয়েছে। যা প্রায় স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ১ মিনিট। ওই কম্পনে সমগ্র অসম-এ প্রভাব দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বাড়িঘর-এ ফাটল ধরেছে। উচু বহুতল-র দেওয়াল, বাউন্ডারী ওয়াল, হোটেল-র কার্নিশ সহ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি-র খবর প্রতিনিয়ত মিলছে। এখন পর্যন্ত মানুষের হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি ঠিকই। কিন্ত, একাধিক স্থানে সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। ভয়ে মানুষ দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে এসেছেন। বিশেষ বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এদিনের কম্পনে কামরূপ জেলায় বেলতলী এলাকায় দুইটি বহুতল ভবনে ভয়ংকর ফাটল দেখা দিয়েছে এবং ৩ জন আহত হয়েছেন। দরং জেলায় ৭৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এদিকে, নওগাঁও জেলায় একটি বহুতল ভবন হেলে পড়েছে। বক্সা জেলায় কিছু বাড়িতে ফাটল ধরেছে এমন খবর মিলেছে। গুয়াহাটি-তে হোটেল বিভান্তা-য় ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়া এক্সেল নার্সিং হোম এবং অ্যাপোলো হাসপাতালে ভূমিকম্পে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ওই কম্পন হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েক দফায় মৃদু কম্পন রেকর্ড করেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, শোনিতপুর জেলাতেই ৮টা ৩ মিনিট-এ ৪.৭, ৮টা ১৩ মিনিট-এ ৪, ৮টা ২৫ মিনিট-এ ৩.৬, ৮টা ৪৪ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# করোনার প্রকোপ ঃ রাজ্যের বাজারে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে সচিবালয়ে খাদ্যমন্ত্রীর বৈঠক

**আগরতলা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.)।।** করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের বাজারগুলিতে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে আজ সচিবালয়ে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিবালয়ে খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রীর অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে মহারাজগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ী সংগঠন, এফ সি আই এবং আই ও সি এল-র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও সভায় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসীম সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের সভায় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যবসায়ীদেরও দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি বাজারে পণ্য সামগ্রীর দাম স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ী সহ সকল অংশের



মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষ যাতে কোন ভাবে বিভ্রান্ত বা হয়রানির শিকার না হন তার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। সভায় খাদ্যমন্ত্রী ভোজ্য তেলের দাম কিভাবে নিয়ন্ত্রনে রাখা যায় সেই বিষয়ে বাজার কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বাজারগুলিতে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তর, মহকুমা প্রশাসন এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তর বিগত দিনের মতো বাজারগুলিতে পরিদর্শন করবে। প্রয়োজনে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর কথায়, সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# উদয়পুরে নাবালিকার শ্লীলতাহানি, ধৃত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল।।** আবারো নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠলো বাড়ির লাগোয়া এক নাবালকের বিরুদ্ধে। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত পূর্ব গকুলপুর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে।

সাত সকালে নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে পূর্ব গকুলপুর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ বছরের এক নাবালকের ছেলের হাতে শ্লীলতাহানীর শিকার তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত ৯ বছরের এক নাবালিকা কন্যা। বুধবার সাতসকালে বাড়ির পাশের ১৫ বছরের এক যুবক দ্বারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ভারতে ৩.৬০ লক্ষাধিক সংক্রমণ ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু ৩,২৯৩ জনের

**নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.)।।** করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল সমগ্র ভারত। মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস ভারতে কেড়ে নিল আরও ৩,২৯৩ জনের প্রাণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৩.৬০-লক্ষাধিক মানুষ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৬০,৯৬০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩,২৯৩ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২৯.৭৮-লক্ষের (১৬.৫৫ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# কোভিড-১৯ ঃ অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও নার্সদের সাথে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** রাজ্যপাল রমেশ বৈস আজ বিকেলে রাজভবনে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং নার্সদের সাথে এক বৈঠক করেন। রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্যপাল শ্রীবৈস অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং নার্সদের মূল্যবান প্রস্তাব ও পরামর্শ চান।

রাজ্যপাল তাঁদের অনুরোধ করেন অতিমারি মোকাবেলায় চিকিৎসক এবং নার্সগণ যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, অতিমারি মোকাবিলায় সামনের সারির কর্মীদের সাহায্য করতে তাদের প্রয়োজনে ডাকা হতে পারে। রাজ্যপাল বলেন, সবার সহযোগিতাতেই ত্রিপুরাকে করোনা ভাইরাস মুক্ত করা সম্ভব হবে।

রাজ্যপাল রমেশ বৈসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, রাজ্যপালের সচিব টি কে চাকমা এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

# রাজ্যে কোভিড বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য ৮৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৫০ টাকা জরিমানা আদায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস, ২০২০'-এর ধারা অনুযায়ী জেলাশাসক ও সমাহর্তা এবং পুলিশ প্রশাসন কোভিড বিধিনিষেধ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। গত ১০, ১৭ এবং ২৪ এপ্রিল এই তিন শনিবার মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে পালন করা হয় এবং জরিমানা আরোপ করা হয়। চলতি এপ্রিল মাসে এখন পর্যন্ত জেলা রাজস্ব প্রশাসন ১,৮৩১ জন ব্যক্তির কাছ থেকে পাবলিক প্লেসে মাস্ক পরিধান না করায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৭০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

মাস্ক সম্পর্কে কোভিড-১৯ নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ১৫,৮০৮ জনের উপর জরিমানা আরোপ করে মোট ২৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসন মাস্ক না ব্যবহার করার জন্য ৫,২৬৯ জন, সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখার জন্য ৭৬ জন, পাবলিক প্লেসে থু থু ফেলার জন্য ৭ জন এবং মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য ৩৮৮ জনের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করে। চলতি এপ্রিল মাসের এখন পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৫০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। কোভিড-১৯ নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর থেকে সমস্ত জেলায় পুলিশ ৩০,৫০৩ জনের বিরুদ্ধে মাস্ক পরিধান না করার জন্য, ৯,১৪৪ জনের বিরুদ্ধে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখার জন্য, ৫৪ জনের বিরুদ্ধে জনসমাগমের নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য, ৭ জনের বিরুদ্ধে পাবলিক প্লেসে থুথু ফেলার জন্য এবং ৫,৫২০ জনের বিরুদ্ধে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য জরিমানা আরোপ করে।

এই সময়ে পুলিশ ৬১টি এফ আই আর এবং ২৩,৮৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ প্রশাসন জন, ২০২০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# নিগম কর্মীদের উৎসাহিত করতে 'বিদ্যুৎ সেবা পুরস্কার' চালুর সিদ্ধান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** জনগণকে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজে কর্মীদের উৎসাহিত করতে 'বিদ্যুৎ সেবা পুরস্কার' চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা. এস এস কেলে। এই প্রকল্পে কর্মীদের কাজের উৎকর্ষতার উপর ভিত্তি করে বছরে ১১৬টি পুরস্কার দেওয়া হবে। তার মধ্যে ১১২টি ব্যক্তিগত পুরস্কার এবং চারটি পুরস্কার থাকবে সার্কেল, ডিভিশন, সাব-ডিভিশন ও সেকসন অফিসের জন্য। বছরে পুরস্কার বাবদ মোট খরচ হবে ২০ লক্ষ টাকা। বিদ্যুৎ নিগম-এর আগরতলা কর্পোরেট অফিস থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ নিগম-এর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে এই প্রকল্পে সর্বোত্তম বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড, অতি বিশিষ্ট বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড এবং বিশিষ্ট বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড, এই তিন শ্রেণীর পুরস্কার থাকবে। সর্বোত্তম বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড-এর আর্থিক মূল্য হবে ২৫,০০০ টাকা, স্বর্ণ পদক, শংসাপত্র এবং নিজের পছন্দের পোস্টিং।

অতি বিশিষ্ট বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড-এর অঙ্গ হিসাবে থাকবে ১৫,০০০ টাকা, রৌপ্য পদক, শংসাপত্র ও পছন্দের পোস্টিং এবং বিশিষ্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের বরখাস্তের দাবিতে ধর্নায় বসলেন বিজেপি বিধায়ক

**আগরতলা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.)।।** বিয়ে বাড়িতে অভিযান চলাকালীন মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার-র অভিযোগ-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক-কে বরখাস্তের দাবি-তে ধর্নায় বসেছেন বিজেপি বিধায়ক আশীষ দাস। তবে, করোনা-র ভয়াবহ পরিস্থিতি-তে এধরনের আন্দোলন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য, তিনি দাবি করেন, করোনা-র জন্য ৪/৫ মিলে সমস্ত বিধি মেনে ধর্নায় বসেছি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক-কে বরখাস্ত না করা পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার রাতে কোভিড বিধি উল্লংঘন করে কারফিউ চলাকালীন দুইটি ভাড়া করা বিয়ে বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান-কে ঘিরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডা: শৈলেশ কুমার যাদব-র অভিযানে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় বইছে। অবশ্য তিনি গতকাল ওই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। কিন্ত, কিছুক্ষণ বাদেই পুরো ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে মত





বদল করে নেন। তখন তিনি বলেন, জননিরাপত্তায় নেওয়া পদক্ষেপ-এ কোন ভাবেই অনুতপ্ত নন। আইন ভঙ্গকারী-দের সাথে যোগ্য আচরণ করেছেন তিনি।

ওই ঘটনায় গতকাল সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ক্ষমা চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। দুই অধিকারী মঙ্গলবার রাতে বিয়ে বাড়ির ঘটনায় তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেবেন। ওই রিপোর্ট-র ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এদিকে, গতকাল বিজেপি-র পাঁচ জন বিধায়ক মুখ্য সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের পদ থেকে ডা: শৈলেশ কুমার যাদব-র বরখাস্তের দাবি জানিয়েছেন।

আজ সকালে সার্কিট হাউস এলাকায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেছেন বিজেপি বিধায়ক আশীষ দাস। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ঐতিহ-কে আঘাত করেছেন। প্রবীণ নাগরিক তথা পুরোহিত-কে গলা ধরে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনা সভ্য সমাজ-কে কলঙ্কিত করেছেন। শুধু তাই নয়, বিবাহ-র মত পবিত্র অনুষ্ঠান-কে তিনি কলুষিত করেছেন। তাই, তাঁর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর সাফ কথা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক-কে বরখাস্ত না করা পর্যন্ত লাগাতর প্রতিবাদ কর্মসূচি জারি থাকবে।

# রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৮.৩৯ লক্ষ মানুষ কোভিড-১৯ টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** রাজ্যে গত ১৬ জানুয়ারি থেকে কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৮.৩৯ লক্ষ মানুষ কোভিড-১৯ টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন যা মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ যেখানে জাতীয় গড় মাত্র ৬ শতাংশ। অতি স্বল্প সময়ে রাজ্যের ৯৪.৫ শতাংশ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মী এবং ৯৫.৫ শতাংশ প্রথমসারির কর্মী টিকা নিয়েছেন যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ১৬ জানুয়ারি থেকে কোভিড-১৯ টিকাকরণের প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৩ ফেবয়ারি থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

রাজ্যের ৪৫ হাজার ২৭০ জন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে টিকাকরণের গড় হার ৯৪.৫ শতাংশ। সেইসঙ্গে রাজ্যের ৩৭ হাজার ৭৮৬ জন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে টিকাকরণের গড় হার ৮৩.৫ শতাংশ। সাংবাদিক সম্মেনে মিশন অধিকর্তা জানান, ৬ মার্চ থেকে রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথমসারির কর্মীদের কোভিড-১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৯৫ ◻২৯ এপ্রিল ২০২১ ইং ◻ ১৫ বৈশাখ ◻ বৃহস্পতিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## দায়িত্বশীল নির্বাচন কমিশন

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বাড় বাড়ন্তের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না। করোনার ভয়ঙ্করপ্রবণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল থাকা সত্বেও নির্বাচন কমিশন পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা করিয়া কার্যত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।পরিস্থিতি যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারন করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলপরবর্তী কয়েক ধাপে নির্বাচন একসঙ্গে করিবার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ জানাইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করে নাই নির্বাচন কমিশন। স্বাভাবিক কারণেই বলা যাইতেই পারে,কোভিডের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য একমাত্র দায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশন। এই মন্তব্য মাদ্রাজ হাইকোর্টেরও। এটাই সাধারণ মানুষের উপলব্ধি। তাহারা এই উপসংহারে উপনীত হইয়াছে আগেই। দেশবাসী নানাভাবে তাহাদের মনোভাব ব্যক্তও করিয়াছেন। বিশেষ করিয়ি সংবাদ মাধ্যম এবং কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু মহামান্য কমিশন মানুষের মনোভাবকে গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন মনে করেনি। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, মানুষকে উপেক্ষা করেনি আদালত। এবার তাহাতেই সিলমোহর দিল দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাইকোর্ট। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াই থামিয়া যাননি। মন্তব্য করিয়াছেন, লাগামছাড়া করোনা সংক্রমণের দায়ে কমিশনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হওয়া উচিত। তামিলনাড়ুর এক মন্ত্রী তাঁহার নির্বাচন ক্ষেত্রের গণনা কেন্দ্রে সংক্রমণ রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। ওই মামলায় আদালতের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়িয়াছে যে করোনা সংক্রমণ রোধে কমিশনের কোনও চেষ্টাই নাই। একটি সাংবিধানিক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের এই দুর্ভাগ্যজনক ভূমিকা দেখিয়া

প্রধান বিচারপতি বস্তুত ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছেন। কমিশনের আইনজীবীকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, ভোটের প্রচার উপলক্ষে যখন জনসভা, মিছিল প্রভৃতি হচ্ছিল তখন আপনারা কি অন্য গ্রহে ছিলেন? আদালতের পর্যবেক্ষণে আরও ধরা পড়িয়ছে যে, সংক্রমণ লাগামছাড়া হইতেছে দেখিয়াও জনসভায় রাশ টানিবার চেষ্টা করেননি কমিশন। এরপরই প্রধান বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, কমিশনের অফিসারদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা হওয়া উচিত। উচ্চ আদালতের এই নজিরবিহীন মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশজুড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের নেপথ্য কারণ যে বেলাগাম নির্বাচনী প্রচারআদালতের পর্যবেক্ষণে রহিয়াছে তাহারও স্পষ্ট ইঙ্গিত। কমিশনের আইনজীবীকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া প্রবল ভর্ৎসনার পর প্রধান বিচারপতি ভোটগণনা বন্ধ করিয়া দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন। জনস্বাস্থ্যরক্ষায় আদালতের এই ভূমিকার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সন্দেহ নাই, এই ঘটনায় আদালত তথা বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও বাড়িয়া যাইবে। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনই ভারতের সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। তাই অস্বীকার করা যাইবে না, সংবিধান-নির্দিষ্ট সময়ে ভোট করাইতেই হয়। ভোটে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল মিটিং মিছিল জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের কথা মানুষের সামনে তুলিয়া ধরে। এটাই ভারতের ভোটব্যবস্থার রীতি। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বিশ্বজোড়া মহামারীর মোকাবিলা করিতে করিতে ক্লান্ত কাহিল। সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী ছিল সাময়িক। ফের আছড়ে পড়িয়াছে দ্বিতীয় ঢেউ। এবারের দাপট প্রথম ঢেউয়ের থেকে অনেক বেশি। রোজ হাজারে হাজারে মানুষ আক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু চিকিৎসার সুযোগ পাইতেছে না বেশিরভাগ মানুষ। অসহায় ডাক্তার নার্সের সামনে চলিয়া যাইতেছে বহু তাজা প্রাণ। ভারতের শহরে শহরে প্রান্তে প্রান্তে মৃত্যুর মিছিল! স্বাধীন ভারতে এই বিভীষিকার কথা দু'বছর আগেও কল্পনা করা যায়নি। তাই এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের আয়োজন করাটাই ছিল বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। তবু নির্বাচন করিতে হইয়াছে সাংবিধানিক সঙ্কট এড়াইতে। কমিশনের উচিত ছিল, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলিয়া দেশবাসীর মতামত নিয়া সময়োপযোগী পদক্ষেপ করা।

## করোনায় এবার আক্রান্ত পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : টলিউডে ফের করোনার থাবা। এবার করোনা আক্রান্ত পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে বোলপুরে 'কবাডি কবাডি' সিনেমার শুটিং করছিলেন তিনি। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনাতেই ছবির শুটিং করছিলেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। প্রথমে শোনা গিয়েছিল সোহিনীর জ্বর রয়েছে। পরে জানা যায়, অভিনেত্রী সুস্থ আছেন। তবে খাবারে স্বাদ পাচ্ছেন না ঋত্বিক চক্রবর্তী। পরীক্ষা করিয়েছেন। রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। ছবির আর এক অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী সুস্থ আছেন বলেই জানা গিয়েছে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিজের কোভিড পজিটিভ হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন কৌশিকপুত্র উজান গঙ্গোপাধ্যায়। তবে সেই সময় তাঁর সংস্পর্শে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় আসেননি। কারণ তিনি তখন 'কবাডি কবাডি' সিনেমার শুটিং করছিলেন। টলিপাড়ার তরুণ অভিনেতা উজান জানান, কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। সেই কারণে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। বুধবারই পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসে এবং জানা যায় কোভিড পজিটিভ জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক। জানা গিয়েছে, খবর পাওয়ার পর থেকেই আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। কিছুদিন আগেই বোলপুরে "কাব্বাডি কাব্বাডি"-র শ্যুটিং করছিলেন তিনি। সেখান থেকেই করোনায় আক্রান্ত হলেন পরিচালক। অন্যদিকে, এই ছবির সঙ্গে যুক্ত অভিনেত্রী সোহিনী সরকার ও অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী। সোহিনী জানিয়েছেন, "আমি এখন ঠিক আছি। জ্বর নেই। নিভৃতবাসে আছি। আমি ২১ তারিখে কলকাতায় ফিরেছি। করোনার জন্য ছবির শ্যুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাত্র ১০ শতাংশ ছবির কাজ বাকি থেকে গেল।" অন্যদিকে, কাবাডি দলের আর এক অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী স্বাদ হারিয়েছিলেন। তবে তিনি স্বাদ গন্ধ ফিরে পেয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

## উত্তর কলকাতায় ভোটের ধাক্কায় ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ করোনার পরীক্ষা ও টিকাকেন্দ্র

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : ভোটের ধাক্কায় এবার উত্তর কলকাতায় বুধবার থেকে দু'দিন বন্ধ ৩৬টি পরীক্ষা ও টিকাকেন্দ্র। একইভাবে প্রায় সমসংখ্যক করোনা কেন্দ্র বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে কলকাতা পুরসভা। হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, নয়তো ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকায় কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত রায়চৌধুরী।

একসঙ্গে এতগুলি টিকাদান কেন্দ্র দু'দিন বন্ধ থাকায় করোনা মোকাবিলায় কলকাতার প্রতিরোধ অনেকখানি ধাক্কা খাবে। পাশাপাশি করোনা শনাক্তকরণও টানা দু'দিন শহরের উত্তরে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে স্বীকার করেছেন পুর চিকিৎসকরা। হরিদেবপুরের ধারা পাড়ায় পুরসভার হেলথ সেন্টারের দুই চিকিৎসকই এদিন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে ওই সেন্টারও এদিন বন্ধ করে দিয়েছে পুরসভা।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র চালুর জেরে ধর্মতলায় পুরসভার প্রধান দপ্তরের বড় টিকাদান কেন্দ্রটিও বুধবার থেকে বন্ধ থাকবে। স্বভাবতই এই কেন্দ্রে এতদিন ধরে পুর কর্মচারী ও সরকারি কর্মীদের যে টিকাদান চলছিল তা দু'দিন হবে না। শুধু তাই নয়, ভোটকেন্দ্র তৈরি হওয়ায় বাগবাজারের সেন্ট্রাল স্টোর থেকে সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে। যদিও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা আশ্বাস দিয়েছেন, আগে থাকতে অন্যত্র ফ্রিজারে সংরক্ষণ করা হবে। শহরের যে সেন্টারগুলি চালু থাকবে সেগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ে টিকা পৌঁছে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার চার কেন্দ্রে ভোটের জন্য ২২টি সেন্টার এবং লালারস সংগ্রহ কেন্দ্র বন্ধ ছিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# জানলা দিয়ে যা দেখা যাচ্ছে

**অর্ণব রায়**

দীর্ঘদিন কারাগারে থাকলে বন্দীর যেমন ঘটনাপরস্পরা গুলিয়ে যায়, আমাদের হয়েছে সেই দশা। এখন আমাদের দিন শুরু হয় রামায়ণ দেখি। সেই। রথে চড়ে রাম মিটিমিটি হাসেন। ঝড় ঝাঞ্ঝা জীবনের উথালপাথাল, রাম মিটিমিটি হাসেন। সারদিন বন্যার মতন রোগের খবরে হাবুডুবু খেতে খেতে রাতের বেলা চাকচিক্যহীন দূরদর্শনের দিনে ফিরে যেতে পেরে আমরা আমাদের কলুসহীন শৈশব আবার চাখতে পারি, আমাদের বাবা মা পারেন তাঁদের যৌবনের দিনগুলোকে আর একবার বাঁচাতে। আমরা শুরুতেই বুঝেছিলাম, এলাকার দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমরা চালের বস্তা কিনে রেখেছিলাম। ডজন ডজন ডিম কিনে রেখেছিলাম। আলু, পেঁয়াজ, রসুন। তখন মুদির দোকানে দাঁড়ানো যায় না। সবাই সবাইকে বলথে দূরে দাঁড়ান, সরে দাঁড়ান। তারপর আবার 'আমারটা হল?—বলে গায়ের ওপর হুমড়ি খেযে পড়ছে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাজার থেকে গায়েব। যে কয়টা পাওয়া যাচ্ছে, কোন কোম্পানি কিছু ঠিক নেই। দাম নাই নাই করে পাঁচ-ছয় টাকা বেশি । নিতে হলে নেন, না হলে এগোন। আর সে বস্তুই বা এই সব গঞ্জ শহরে কয়টা দোকানে থাকে? তাও ইদানিং পাঁচ-ছয় বছরের নানারকম অফিস আদালত হওয়ায়, শহরবাজার থেকে বাবুভাইয়ারা আসায় তাদের চাহিদায় এলাকায় নানারকম অদ্ভুত শহুরে দ্রব্য ঢোকে। দিনে দিনে তা স্থানীয় লোকেদেরও নিত্যপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সত্যি বলতে কী, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের থেকেও হ্যান্ড ওয়াশের চাহিদাই এসব জায়বায় বেশি। বিয়ে বাড়ি অন্নপ্রাশন বাড়ি ইত্যাদিতেও আজকাল হাত ধোয়ার জায়গায় সাবান রাখলে লোকে নাক কুঁচকোয়। বাড়ি ফিরে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়। দোকানের কর্মচারী চেনা লোক দেখে বলছে, আর বলিয়েন না, সকাল থেকে একখান বিড়ি খেতে য়াওয়ার টাইম নাই খো। লোক আসতিছে আর বস্তা বস্তা মাল নিয়ে যাতিছে। আমরা ভেবে পাচ্ছি না, আর কী কী লাগতে পারে। প্রেশারের ওষুধ, অম্বলের ওষুধ, জ্বর পেটে ব্যাথ্যা। চিড়ে মুড়ি ছাতু। মিষ্টির দোকান খুলবে না? মদ? এখুনি দুনিয়ায় ঝাঁপ পড়ে যাবে। তার আগে পিঁপড়ের মতন মাল মজুত করে রাখতে হবে। সকলে সকলকে আড়চোখে মাপছে। এখুনি দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে। আর তাতে সবার আগে না খেতে পেয়ে মারা পড়বে আমার পরিবার।

সাথে মনের ভেতের শিরশিরে অপরাধবোধও আছে। সরকার তো বলেছে, মাল মজুত করার দরকার নাই। অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের সাপ্লাই অব্যাহত থাকবে। আমি সব তুলে নিলে যারা দিন আনি দিন খাই, তারা কী করে পাবে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আর আমি তো আর পুরো দোকান খালি করে নিচ্ছি না। থাকল তো। আমি তো আটার তিনটেই প্যাকেট নিয়েছি। চিনি নিয়েছি এক কেজির জায়গায় মাত্র তিনকেজি। বাকীদের দেখুন, কতো কতো করে জিনিস তুলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

জনতা কারফিউ হল। আমরা দমবন্ধ করে ঘরে কাটালাম। আমরা ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ দেখিনি। আমরা ভারত চিন যুদ্ধ দেখিনি। আমাদের মাথার ওফর দিয়ে বোমারু বিমান উড়ে যায়নি কখনও। আমরা প্রাণভয়ে ঘরের মধ্যে থাকা কী জিনিস জানি না। তাই ঘরের মধ্যে থেকেও আমাদের প্রাণে ভয় সে ভাবে আসেনি। আমরা ভয় পেয়েছি ফেসবুকে পরিসংখ্যান দেখে। আমরা সকাল হলেই মোবাইল খুলে দুঃখ সংবাদে চোখ বোলাই। সেখানে কতজন মারা গেছে বা কতজন বাস্তবিকই আক্রান্ত এ খবরের সাথে সাথে ফলাও করে থাকে কতো জন আক্রান্ত হতে পারে তার নানাবিধ আলোচনা। কেউ বলে, প্রতি চারজন আক্রান্ত হবে। কেউ বলে বিশ তিনিশ কোটি লোক ফৌত হয়ে যাবে। এইসব দেখি নিজে ডিপ্রেসড হই। ফেবসুকে হোয়াটসঅ্যাপে দশজনকে আদর করে পাঠাই। আতঙ্ক ছড়ায়। সরকার বারণ করে করে ক্লান্ত। তো জনতা কারফিউ আমাদের কাছে নতুন ব্যাপার। আমাদের দেশ উৎসবের দেশ। ব্যাধিই বা উৎসব হবে না কেন? বিকেল বেলা আমরা থাল-বাটি-গেলাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। না না, আমরা বেরোই নি। আমরা শিক্ষিত। সচেতন। বেরিয়েছিল ওই সব হঠাৎ কলোনীর ছেলেপুলেরা। কিছু হলেই তো ওরা রাস্তায় নাচতে বেরিয়ে পড়ে। ডিজে ভাড়া করে বক্স বাজাতে বাজাতে বেরোয়নি, এই আমাদের ভাগ্য। আমরা দেখলাম, কীভাবে দেশের নানা প্রান্তে সব ধরণের লোক রাস্তায় বেরিয়ে রীতিমতো যুথবদ্ধ হয়ে উৎসব পালন করছে। এখানেও কিছুদিনের মধ্যে কোন এক পাড়ায় করোনা ঠাকুরের পুজো শুরু হয়ে গেল। দেশীয় রীতির কথা ভাবলে খুব অস্বাভাবিকও নয়। আমরা এখন শেতলা মায়ের পূজো করি। চিকেন পক্স হলে বলি মায়ের দয়া হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, যুক্তিবদ্ধ চিন্তাধারা কোনওকালেই আমাদের দেশের জনমানসে সেভাবে কল্কে পায়নি। সেভাবে কোন দেশেই বা পেয়েছে। মানব সভ্যতার এমন একটা পর্যায়ে আমরা আছি, যেখানে না বিজ্ঞান ও যুক্তি পেরেছে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে, না বিশ্বাস, তা সে যে ধরনেরই হোক না কেন, পুরোপুরি আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছে। আর আমরা, যারা আধখ্যাঁচড়া বিজ্ঞান খানিক পড়েছি, ছোট থেকে বিশ্বাসকে অন্ধ বলেই জেনেছি, এই বৃহৎ বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ছি। না বিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিদ্যা পারছে আমাদের কোনওরকম আশ্বাস দিতে, না আমরা ধর্ম, গুরু, বাবা, ভিভূতি, পূণ্য--- এসবে বিশ্বাস রাখতে পারছি। যা বলছিলাম, জনতা কারফিউ যেতে না যেতে চলে এলে লকডাউন। ২১ দিন। কীভাবে কাটবে? পুরুষ মানুষ, বিবাহিত সংসারী মধ্যবিত্ত মূলত চাকুরীজীবি, এদের দিন কীভাবে কাটবে। এদের বাইরে না বেরোলে চলে না। সংসারের চলে না, এদের নিজেজদেরও চলে না। দেশ এদের কথা ভাবল। দেশের মধ্যবিত্ত খাদ্যসংস্থানযুক্ত পরিবারকে হতাড়া ভয় ডিপ্রেশানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দূরদর্শন রামায়ণ চালা। চমকপ্রদ ফল। অভাবনীয় সাফল্য। আমরা রাতে খেতে খেতে রামায়ণ দেখি। লকডাউন শুরু হওয়ার দিন সাতেকের মধ্যে পাড়ায় নতুন নতুন ফেরিওয়ালা দেখা যেতে লাগল। সকালে সমস্ত চেনা সবজিওয়ালা মাছওয়ালা পার হয়ে চলে গেলে তারা আসতে লাগল। জোয়ান পুরুষ মানুষ তারা। কেউ কচুর শাক, কেউ একটা মান, কেউ নালতে শাক হাতে করে নিয়ে গলির ভেতরে হাঁকতে লাগল। তারা জানে না পাড়ার চরিত্র কেমন। কোন বাড়ি সমবময় ঠেলাওয়ালার থেকে সবজি কেনে। কোন বাড়ির কর্তা সর্বদা বাজারে যান। এরা যত্রতত্র হাঁক পাড়ে। এদের বড় বড় হাতে ওই কয়টা সওদা কেমন বেমানা লাগে। একদিন দেখা দেল, এক প্রায় ভদ্রলোক হাতে করে কয়েক প্যাকেট ধূপকাঠি নিয়ে বেচতে বেরিয়েছেন। খুব একটা ডাকাডাকি করছেন না। কাউকে সামনে পেলে ধূপকাঠির প্যাকেট কয়টা সামনে বাড়িয়ে ধরে বলছেন, নেবেন? কেউ কেউ নিচ্ছেও। দরকার নেই, তাও নিচ্ছে। তাকে আর আসতে দেখা যায়নি। এরপরে একদিন বিকেলবেলা দেখা গেল কয়েকটি ছেলে একটা ভ্যান জোগাড় করে 'গরম শিঙাড়া' 'গরম কচুরি' হেঁকে বেড়াচ্ছে। দেখে আমাদের খাওয়ার লোভ হচ্চে। কিন্তু না জানি কোন হাতে বানিয়েছে ভেবে আমরা কিনছি না। আমরা, শিক্ষাড়া ও শিঙাড়া বেচতে বেরোনো দুইটি বালক পরস্পরের দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে থাকছি। রোজ রোজ বিশ্বজুড়ে রোগের নতুন আপডেট বেরোচ্ছে। ইদানিং এদেরও আর দেখা যাচ্ছে না। বরং ভ্যান নিয়ে সবজিওয়ালা বেড়ে গেছে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে এরা বোধহয় একখানা করে ভ্যান জোগাড় করতে পেরেছে। যা রোজগার হয়।




এর মধ্যেই আমাদের 'রেনেসাঁ'-র (স্থানয় এনজিও, মূলতঃ বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে) ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞপন দিয়ে ফেলেছে। অসুস্থকে হাসপাতাল পৌঁছে দেওয়া, বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, সবচেয়ে বড় কথা, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে চাল, ডাল, আলু, তেল প্যাকেটে করে পৌঁছে দেওয়া—এসব শুরু হয়ে গেছে। শুধু এরাই এই খাদ্যবন্টনের কাজটা করছে বললে ডাহা মিথ্যে হলা হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, অরাজনৈতিক ক্লাব প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য এনজিও, এমনকি বেশ কিছু জায়গায় সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত যুবকেরা জোট বেঁধে, নিজেদের বিপদের তোয়াক্কা না করে বাড়ি বাড়ি রেশন পৌঁছে দিয়ে আসছে। এর মধ্যেই পয়লা বৈশাখের আগের রাত্রে 'রেনাসাঁ'-র ছেলেরা প্রত্যেক বছরের মত রাস্তায় আলপনা এঁকে এল। যথাবিধি সামাজিক দূরত্ব মেনে। শহরের প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে ব্যাধিকে হারানোর অঙ্গীকার সোচ্চার হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল। সামাজিক মাধ্যমে টেলিভিশানে হাজার হাজার লোক হাজার হাজার রকমের মতামত দিচ্ছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমরা জানি না আমাদের ভবিষ্যৎ কী। আমাদের গ্রহে প্রাণের ভবিষ্যৎ কী। এই অনিশ্চয়তা এতটাই অতলান্ত খাদের মত, যার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের মনে আশা জাগিয়ে রাখতে হবেই। বড় বড় পদক্ষেপেগুলো বড় বড় মানুষেরা ভাবছে। কার দোষ কী হল, তা ভাবার লোকও মেলা। কিন্তু মানব ইতিহাসের বড় বিপদগুলো যখন আসে, যখন সভ্যতার ভদ্রতার সহকমর্মীতার মুখোশগুলো ছিঁড়ে পড়ে, তখন এই সমস্ত ছোট ছোট আচরণগুলিই মানুষকে বেঁধে রাখে। আমরা রামায়ণ দেখি। আর যখন অচেনা লোকটি অনভস্ত হাতে একখানা মান বেচতে আসে, তখন সামান্য বেশি দাম চাইলে দরাদরি করি না। যে মিস্তিরি আমার বাড়িটি বানিয়েছিল, নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে ফোন করে তারও খোঁজ নিই। কাজের মাসীকে পুরো মাইনে দিয়ে বলি, তোমার কাজ যাবে না। শ্বাস ফেলি সহজে। বেঁচে থাকি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# বড় পরাধীনভাবে বেঁচে আছি

**ভাস্কার লেট**

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে দিল্লির 'বিজ্ঞান ভবন' -এ একটি মনোরম এবং ঐতিহাসিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ টাকুরের জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে। আমি বৈজ্ঞানিক, সেখানে আমার ডাক পড়েছিল কীভাবে বা কেন—ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন ওই সভায়, প্রায় প্রত্যেকেই সাহিত্যিক কবি, গায়ক যেমন দিহজেন মুখোপাধ্যায়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বাংলার আর এক দিকপাল কবি শঙ্খ ঘোষ। আমরা সবাই গিয়ে উঠলাম দিল্লির 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার-এ সুখেন্দুশেখর রায় ওই সেন্টারে আদর, আপ্যায়নের আন্তরিক ব্যবস্থা করেছিলেন। আমর কেমন যেন মনে হল, উনিই বোধহয় আমাকে আহ্বান জানানোর ভার নিয়েছিলেন। সুখেন্দুবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন যে, বিজ্ঞান এবং কবি— এই বিষয়ে কিছু বলতে। আমি খুবই উত্তেজিত হয়েছিলাম এমন একটা সুন্দর ও নতুন, আবার পুরনোও বটে--- বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পেরে। সাহিত্যিক মহলে বিষয়টি নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয় না বললেই চলে। বেশিরভাগ সাহিত্যিকের চোখে বিজ্ঞান অন্য জগতের, ওঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কে বিজ্ঞানের কচকচানি সাহিত্যের জগতে ঢুকিয়ে সাহিত্যের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাইবেন? আমি আমার আধঘণ্টার ভাষণের বিষয়বস্তু ঠিক করলুম । সকালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী, কপিল সিবাল প্রমুখ ভাষণ দিলেন। সোনিয়ার ভাষণে ঐতিহাসিক তেজ ছিল, জওহরলাল নেহরুর শান্তিনিকেতন অভিজ্ঞতা বারবার টেনে এনেছিলেন তিনি। গান গাওয়া হল যদি তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে...। গাইলেন দ্বিজেনবাবু। একজন হিন্দিতে গাইলেন, এমনই তার গলার জোর ও উদ্যম যে কপিল সিবাল থেকে 'বিজ্ঞান ভবন'-এর সব অতিথিই তাঁর সঙ্গে তাল দিতে থাকলেন। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। প্রেক্ষাগৃহে জুড়ে যেন ধ্বনিত হচ্ছে একলা চলো রে। মধ্যাহ্নের আহারের পর অন্য একটি হলে আমার ভাষণ, লোকসংখ্যা হয়তো একটু কম, কিন্তু উঁচুদের। যিনি মধ্যমণি, সেই শঙ্খবাবু শেষের দিকে বসে আছেন, শান্ত ধীর। ঠাকুর পরিবারেরই একজন সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা, অধ্যাপক) শঙ্খবাবুর সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

আমার বক্তৃতা কবির 'বিশ্বপরিচয়' নিয়ে শুরু করলাম। আমার মনে হয়, কবির 'বিশ্বপরিচয়' সাহিত্যিকরা ঠিক সাহিত্য হিসাবে মেনে নিতে পারেন না। আজীবনের বিজ্ঞঅন পরিচিতিকে নিংড়ে কবি লিখেছিলেন 'বিশ্বপরিচয়' । কিন্তু বেশিরভাগ সাহিত্যিকই বিজ্ঞানের কচকচি বলে 'বিশ্বপরিচয়কে অবজ্ঞা করে এসেছেন। কবির বাল্যকালের যে অভিজ্ঞতা সেটি অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে 'বিশ্বপরিচয়-এ । মহর্ষির সঙ্গে কুমায়ুন পর্বাত্যশ্রেণিতে বালক রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়েছেন, দিনের শেষে ডাকবাংলায় দু'জনে পৌঁছেছেন, পিতৃদেব বারান্দায় চৌকি নিয়ে পুত্রকে বোঝাছেন তারাগুলোর গতিপথ, পৃথিবী থেকে দূরত্ব ইত্যাদি। সেই লেখাটি অপূর্ব। আমি একটা অংশ হুবহু তুলে ধরছি। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন, তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক চরনা আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা -য় ১৮৭৯ সালে এই কাঁচা হাতের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এই শুরু হল কবিগুরুর বিজ্ঞানের রস আস্বাদন। তিনি অংসকোচে বলেছিলেন, শিল্প যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। ইদানীংকালের সমাজে এ যেন নেহাতেই প্রলাপ। কবির এই দুই কৃষ্টির ঘোষণার চেপে যাত্রা শুরু হল—মহাতপস্যায় ডুব দিলেন, সেই তপস্যার এক পূর্ণ বিকাশ ঘটল ১৯৩৭ সালে, বিশ্বপরিচয়-এর মাধ্যমে। জীবনের সাযাহ্নে। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় বারবার বিজ্ঞানের উঁকিঝুঁকি দেখতে পাই। এই লুকোচুরি খেলা অনেকেই হয়তো লক্ষ করেন না, গানের তালে তাঁদের মন উত্তাল হয়ে ওঠে, খুব স্বাভাবিক। আকাশভরা সূর্যতারা গানটি সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু এই গানের ভুবন দোলে কথাটির উৎপত্তি কবির গভীর চেতনা থেকেই এই বিশ্ববক্ষাণ্ডের শুরুও নেইষ শেষও নেই। অনন্তকাল খরে এই ভুবন দুলছে। বিশ্বপরিচয় বইটির। উপসংহারেই এর উল্লেখ আছে। আমার পরম বন্ধু নোবেলজয়ী অধ্যাপক রজার পেনরোজ ওই একইরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন, ব্ল্যাক হোল থার্মোডজায়ামিক্স কাজে লাগিয়ে এভং অনেক জটিল অঙ্ক কষে। অথবা, সীমার মাজে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। অসীমের মাঝে সীমার নিপুন খেলা, আবার সীমার গভীরে অসীমের কী বিচিত্র রূপ। সাল ১৯৩৮ স্থান আমাদের আদি বসতবাড়ি কলকাতার পাইকপাড়া রাজবাড়ি। রাজবাড়ি ধারায় ভোজনের বাসন সবই রুপোর। কান্দি-র ধারায় পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনের প্রত্যেকটি আলাদা রুপোর বাটিতে সাজানো। রুপোর বিরাট থালা, মধ্যিখানে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে গোবিন্দভোগ চালের ভাত। সাজানো ভাতের উপর একটি ছোট্ট তুলসাপাতা এবং শেষে বাড়িতে তৈরি সুগন্ধি গাওয়া ঘি।

কবিকে বসতে দেওয়া হয়েছে টেবিলে, বয়সের চাপে তখন তিনি কিছুটা নুইয়ে পড়েছেন।

কিন্তু কবি বসে আছেন, দূরদৃষ্টিতে, গম্ভীর। কী ব্যাপার , কী হল? আমার জ্যাঠামশাই বিমলচন্দ্র তৎক্ষণা বুঝতে পেরেছিলেন যে কবি একটি চামচ কিংবা কাঁটার জন্য অপেক্ষা করেছেন। আঙুল আর হাত লাগিয়ে আওয়াজ করে খাওয়া ওঁর অভ্যাস নয়। হুলস্থূল ব্যাপার, বাড়িতে তো চামচ নেই, হাতা আছে। শুনেছি বিরাট বিউক গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ির নায়ের শ্যামবাজার থেকে চারটি চামত জোগাড় করে নিয়ে এলেন তৈরি নেহাতই মামুলি টিনের। এ-ও শুনেছি, কবি একটি দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ওই সৌম্যসুন্দর মূর্তিতে কোনও বিরক্তির চিহ্ন পর্যন্ত ফুটতে না দিয়ে, অতি আনন্দে মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রাম্য রাজদের যে আন্তরিকতা—সেটা ওঁকে কিছুটা অভিভূত করেছিল। যতদূর শোনা যায়, বিমচন্দ্র ওই কাঁটা বয়সে বাল্মীকি প্রতিভা সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। কবি নাকি ওঁর মতো করে দু'চারটে ভাল কথাই বলেছিলেন। কবি যাওয়ার সময়, শোনা যায়, বিমলচন্দ্রে অনুরোধে দুই লাইনের কবিতা লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা কোনও দিন প্রকাশিত হয়নি। পাঠকদের জন্য সেটা উদ্ধৃত করলাম। তারিখ ২৩ মাচ, ১৯৩৮ স্থান পাইকপাড়া রাজবাড়ি।

অসীম আকাশ ভরা আলোর মহিমা তৃণের শিশির মাঝে খোঁজে তার সীমা। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# কমিশনের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করলেন মৃত তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহার স্ত্রী

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির রায়কে সমর্থন করে এবার কমিশনের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করলেন খড়দহের মৃত তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহার স্ত্রী নন্দিতা সিনহা। বুধবার বিকেলে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন নন্দিতাদেবী। ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন এবং কমিশনে অন্যান্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা করলেন তিনি। যদিও এ নিয়ে কমিশনের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

নন্দিতাদেবী অভিযোগপত্রে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য কমিশনকেই দায়ী করেছেন। তাঁর দাবি, দেশজুড়ে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মাঝেই বাংলায় আট দফা ভোটের আয়োজন করেছিল কমিশন। শেষ কয়েক দফা ভোট একসঙ্গে করার বারবার আবেদন করেছে তৃণমূল। কিন্তু তাতে সাড়া দেয়নি কমিশন। এর পর প্রচারে বেরিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল কাজল সিনহার। সুদীপ জৈনের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন প্রয়াত তৃণমূল প্রার্থীর স্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী কমিশন।’’

ষষ্ঠদফা ভোটের আগের দিন অর্থাৎ ২১ তারিখ সকালে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন খড়দহের তৃণমূল প্রার্থী। সেদিনই বেলেঘাটা আইডিতে ভরতি করা হয়েছিল তাঁকে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়। এই ক'দিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন এই তৃণমূল নেতা। টানা তিনদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর রবিবার সকাল পৌনে দশটায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।ইতিপূর্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের দুই প্রার্থী। এর পর কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করলেন কাজল সিনহার স্ত্রী।

# দূর্বল অজুহাতে কমিশনের অভিযোগ অস্বীকারের চেষ্টা ববি হাকিমের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপির নালিশের ভিত্তিতে এবার রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে শো-কজ করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার রাতেই তাঁকে শো-কজের নোটিস দেওয়া হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে। কিন্তু পুরমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ভিডিওকে ঘিরে এই ঘটনার অভিযোগ করা হয়েছে সেটি ভুয়া। ফিরহাদের দাবি, ভিডিওতে এমন অনেক কথা ও শব্দ রয়েছে যা তিনি বলেননি। কমিশন সে সব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তাঁকে নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছে। কমিশন যে বিজেপির কথায় উঠছে বসছে চলছে এটাই তার সব থেকে বড় প্রমাণ বলেও দাবি করেছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। যদিও ভিডিওটি যে ভুয়া, তার স্বপক্ষে যথেষ্ঠ প্রমাণ ও যুক্তি তিনি দেখাতে পারেননি। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে যেখানে রাজ্যের পুরমন্ত্রীকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশে ‘কটূক্তি’ করতে শোনা গিয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্পর্কেও ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য ছিল। এই নিয়েই বিজেপির পক্ষ থেকে নালিশ জানানো হয় কমিশন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের তরফে ফিরহাদকে নোটিস পাঠানো হয় ও বুধবার রাত ৮টার মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। তিনি জবাব দিতে না পারলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে এমনটাও জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ফিরহাদ সাফ জানিয়েছেন, সবটাই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত। যদিও কমিশন তাঁর কাছ থেকে এটাই জানতে চেয়েছে যে একজন প্রার্থী হয়েও কেন তিনি প্রকাশ্যে বিরোধী দলের উপর প্রকাশ্যে ‘হামলার’ নির্দেশ দেবেন আর কেনই বা দেশের কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন কু-মন্তব্য করবেন? ফিরহাদ হাকিমকে কমিশন যে নোটিস পাঠিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, তাঁর বক্তব্য আদর্শ আচরণবিধিকে ক্ষুন্ন করেছে।

তবে ফিরহাদ পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও ভূমিকা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ করলেও যে ভিডিয়োর ভিত্তিতে এই অভিযোগ করা হয়েছে তার সত্যতা কমিশন বিচারই করেনি। তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। ওই ভিডিয়োতে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা তিনি বলেননি বলেও দাবি করেছেন ফিরহাদ হাকিম। তবে তিনি কমিশনের নোটিসের জবাব দেবেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, কমিশন ফিরহাদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপই নিক না কেন দল তাঁর পাশে থাকবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# তৃণমূল ছাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস, গুরুত্ব দিতে নারাজ দল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.)। দূরত্বকেই বিচ্ছেদের রূপ দিয়ে দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিবিআইয়ের প্রাক্তন আধিকারিক উপেন বিশ্বাস। বুধবার তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে ইমেল করে দল ছাড়ার কথা জানিয়েছেন এই প্রাক্তন সিবিআই আধিকারিক তথা রাজ্যের মন্ত্রী। ৯৫০ কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি কাণ্ডে সিবিআই আধিকারিক হিসাবে তিনিই ঘটনার সত্যতা তুলে ধরেছিলেন গোটা দেশের সামনে। তাঁর দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই আদালত জেলা পাঠিয়েছেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবকে। ২০১১ সালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা থেকে উপেনবাবুকে প্রার্থী করেছিলেন মমতা। সেই যুদ্ধে জয়ী হয়ে উপেনবাবুকে রাজ্যের মন্ত্রীও করেছিলেন উপেনবাবু। কিন্তু ২০১৬ সালে সেই আসন থেকেই পরাজিত হন তিনি। এর পর সময় যতই গড়িয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে উপেনবাবুর ততই দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে। দলের কোনও সভা বা কর্মসূচিতেই তাঁকে দেখা যেত না। এমনকি উপেনবাবুর সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছিল তৃণমূলনেত্রীরও।

তবে এই দূরত্ব কার্যত বিরোধে পরিণত হয় মোদী জমানায় সিএএ কার্যকর করা নিয়ে। ২০১৯ এর শেষ দিক থেকে যখন বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছে সিএএ ও এনআরসি-কে ঘিরে ঠিক তখনই উপেনবাবু চিঠি দিয়েছিলেন অমিত শাহকে। সেই চিঠিতে এই দুই আইনকেই সমর্থন জানিয়ে তিনি শাহের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন যাতে সিএএ লাগু করার আগে তার সঙ্গে এটা যেন জুড়ে দেওয়া হয় যে যে সব বিদেশী নাগরিক নূন্যতম পক্ষে ৫ বছর এদেশে থেকেছেন তাঁদেরই যেন নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।

তৃণমূলের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, উপেনবাবু অনেকদিন ধরে আমাদের সঙ্গে নেই। সুতারাং তাঁর মেল-বার্তার গুরুত্বও নেই আমাদের কাছে। অন্যদিকে, উপেনবাবু জানিয়েছেন, ’’মমতাকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনি। তাঁকে আমি যথেষ্টে স্নেহও করি। আজকের ঘটনার জন্য তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব পড়বে না। তৃণমূল থেকে ভোটের আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। বলেছিল ভালো নিরাপদ সিট থেকে জিতিয়ে আনবে। কিন্তু আমিই মানা করে দিই। বয়স হচ্ছে আর ভালো লাগছে না। যে কটা দিন থাকবো নিজের মত করে থাকতে চাই।’’

# কোনও উচ্চাশা নেই আমার ,শুধু কাজ করে যেতে চাই : মীনাদেবী পুরোহিত

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে হিন্দিভাষী ভোটদাতাদের রায়। কলকাতার এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে হিন্দিভাষীরা। এবার তাঁদের ভোট কোন দিকে যাবে সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র তাই খুব নজরে। এই কেন্দ্রে এবারের বিজেপি প্রার্থী গেরুয়া শিবিরের বহুদিনের কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত।

১৯৯৭ থেকে টানা ক'বছর খবর সংগ্রহের সূত্রে সদর পুরভবন ছিল এই প্রতিবেদকের দৈনিক গন্তব্যস্থল। তখনই চোখে পড়ত চুপচাপ, সদা হাসি মুখে লেগে থাকা দুই পুরমাতা। মীনাদেবী পুরোহিত এবং সুনীতা ঝাওয়ার। কথাবার্তা, আচরণে শিষ্টতার ছাপ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির যখন নামগন্ধ ছিল না, তখনও পদ্ম নিশানে ভোটে জিতেছেন তিনি। সেই ১৯৯৫-র পুরভোট দিয়ে শুরু। একবারও হারেননি। বরং ভোটের ব্যবধান উত্তরোত্তর বাড়িয়েছেন বছর ষাটেকের মীনাদেবী। বিজেপি এখন বাংলার অনেক জায়গাতেই জাঁকিয়ে বসেছে। বাজপেয়ী-আদবানির পার্টি এখন পুরোদস্তুর কর্পোরেট।

৪২ কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিটের পুরোনো বাড়িটার একতলার একটি ঘরে মীনাদেবীর অফিসঘর। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় ছাড়া ঘরে আর কোনও গেরুয়া নেতার ছবি নেই। আশি-নববইয়ের দশকে মীনাদেবীর বাড়িতে লালকৃষ্ণ আদবানি, মদনলাল খুরানা, ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াতের মতো তাবড় নেতারা আসতেন। তাঁর হাতের রান্না খেয়ে দরাজ প্রশংসা করেছিলেন আদবানি। যদিও গড়পরতা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর মতো সেই সব ছবি অফিস ঘরে টাঙিয়ে নিজের ”ওজন” বাড়ানোর কথা ভাবেননি মীনাদেবী।

নিজের কথা জানাতে গিয়ে ’হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন, ‘‘আমার মূল বাড়ি রাজস্থানের বিকানীরে। বিয়ের পর ১৯৭৮-এ সেই যে কলকাতায় এলাম, এই শহরটাই হয়ে গেল আমার নিজের। স্বামী ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী।‘‘ রাজনীতিতে এলেন কীভাবে? ‘‘স্বামী বিজেপি করতেন। ১৯৯২-তে দুর্ঘটনায় আচমকা মারা যান। বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজী আমাকে এসে স্বান্ত্বনা দিয়েছিলেন। ১৯৯৫-তে পুরোদস্তুর চলে এলাম দলের কাজে। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার হলাম। তখন বয়স ৩০।’’

পাঁচবারের কাউন্সিলার মীনাদেবী ২০০০ থেকে ২০০৫ ছিলেন ডেপুটি মেয়র। ২০১৫-তে মীনাদেবী পুরোহিতকে পুরসভার কাউন্সিলরদের নেত্রী করা হয়। সুনীতা ঝাওয়ারকে করা হয় দলের মুখ্য সচেতক। সেবার কলকাতায় পুরভোটে জিতেছিলেন বিজেপি-র ৭ জন। পরে এক জন দলত্যাগ করায় থাকেন বিজেপি-র ৬ কাউন্সিলর। ২০১৮-তে মেয়র পদে নির্বাচনে মীনাদেবী হেরে যান তৃণমূলের ববি হাকিমের কাছে।

২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে মীনাদেবী প্রার্থী হন জোড়াসাঁকোয়। তৃণমূলের স্মিতা বক্সী পান ৫৭,৯৭০টি ভোট। সিপিএমের জানকী সিং পান ২৬ হাজার ভোট। বিজেপির মীনাদেবী পুরোহিত পান ১৭ হাজার ভোট। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের স্মিতা বক্সী পান ৪৪,৭৬৬টি ভোট। বিজেপির রাহুল সিনহা পান ৩৮,৪৭৬টি ভোট। আরজেডি প্রার্থী পান ১৫,৬৩৯টি ভোট। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে এই আসনে এগিয়ে যায় বিজেপি। প্রায় ১৪ হাজার ভোটে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে রয়েছে গেরুয়া শিবির।

এই আসনে এবার স্মিতা বক্সিকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল। তার বদলে প্রার্থী করেছেন তৃণমূলের হিন্দি সেলের সদস্য ও একটি সাংবাদমাধ্যমের মালিক বিবেক গুপ্তাকে।

দুবারের জেতা বিধায়ক স্মিতাকে তৃণমূল প্রার্থী না করানোর পিছনে অন্য কারণ দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, লোকসভা না জিতলেও এই বিধানসভা আসনে বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি তৃণমূলের তোলা বহিরাগত ইস্যুটি খুব একটা ভালো চোখে দেখছে না হিন্দিভাষী মানুষেরা। ফলে এই আসনের ভোট বিজেপির দিকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে।

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। নিতান্ত প্রয়োজন না-পড়লে হোয়াটসঅ্যাপও খোলেন না। কোনও বিজেপি কর্মীকে মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকতে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলেন, ”ফেসবুকে লাইক না-গুনে সংগঠনের কাজ করো মন দিয়ে। পার্টি লাইক করবে। লাইভ লাইক।” বিজেপির শীর্ষ নেতারাও মানেন, সংগঠনটা নেহাত মন্দ বোঝেন না কলকাতা পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত।

নিন্দুকরা অবশ্য বলেন, এতবারের কাউন্সিলর হওয়া সত্ত্বেও পার্টিতে তেমন গুরুত্ব নেই মীনাদেবীর। গত পঁচিশ বছরে কোনও রাজনৈতিক পদোন্নতি হয়নি তাঁর। রাজ্য বিজেপি দফতরে দলের চুনোপুঁটি নেতাদের দাপটও ইদানীং তাঁর থেকে বেশি। রাজ্য বিজেপি নেতারা প্রায়ই হা-হুতাশ করেন, কলকাতার পুরভোটে তাঁদের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য মুখ নেই বলে। মীনাদেবী টানা পঁচিশ বছরের কাউন্সিলর হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সামনে রেখে পুরভোটে লড়ার কথা একবারও ভেবে দেখেনি বঙ্গ-বিজেপি। দলের এক শীর্ষ নেতার যুক্তি, ”তাতে অনেকগুলি সমস্যা আছে। এক, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাইরে ওঁর বিশেষ পরিচিতি নেই। তা ছাড়া কর্মীরাও মীনাদেবীর নেতৃত্ব কতটা মেনে নেবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে।”

এসব মীনাদেবীও বোঝেন। কিন্তু মানেন না। তাঁর সাফ কথা, ”আমার কোনও উচ্চাশা নেই। নিজের ওয়ার্ড নিয়েই খুশি আমি। শুধু কাজ করে যেতে চাই। ফেসবুকে বড় নেতাদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করার প্রতিযোগিতা থেকে আমি দূরেই থাকি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো আমার পোষায় না।”

এবার ভোটে জেতার ব্যাপারে ’১০০ শতাংশ’ নিশ্চিত মীনাদেবী। কিসের জোরে এত নিশ্চিন্তি? বললেন, “এই কেন্দ্রটাকে হাতের তালুর মত জানি। দুবেলা চার ঘন্টা করে দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছি। বস্তি থেকে ফ্ল্যাট মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারছি ওঁরা কি চান?‘‘

# কোভিড-১৯: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া হাসপাতালে

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৮।। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ এপ্রিল) রাতে তাকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এর আগে ১১ এপ্রিল করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে তার। তবে টানা ১৩ দিন করোনাভাইরাস আক্রান্ত থাকার পর গত শনিবার পুনরায় তার নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে। তবে সেসময়, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল বলে জানান তার চিকিৎসকরা।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা গেছে, খালেদা জিয়ার মেডিকেল টিমের সদস্য অধ্যাপক ডাক্তার এফ এম সিদ্দিকী, অধ্যাপক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও ডাক্তার মোহাম্মদ আল মামুনও তার সঙ্গে রয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দলটির পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছেও আবেদন করা হয়েছে। এর আগে ১৫ এপ্রিল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে সিটিস্ক্যান করাতে এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।

# ফের বিষমদ আতঙ্ক ! এবার উত্তর প্রদেশের হাথরাসে মৃত্যু ৫ জনের

হাথরাস (উত্তর প্রদেশ), ২৮ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশে ফের বিষমদ আতঙ্ক ! এবার উত্তর প্রদেশের হাথরাস জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল ৫ জনের। হাথরাসের নাগলা সিংঘি গ্রামের ঘটনা। বুধবার হাসপাতালে মৃত্যু হয় একজনের, মঙ্গলবার রাতেই একজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন পরিজনরা। তিনটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বিষমদ খেয়ে নাকি অন্য কোনও কারণে ওই ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় পুলিশ।

হাথরাসের জেলাশাসক রমেশ রঞ্জন জানিয়েছেন, ‘হাথরাসের নাগলা সিংঘি গ্রামে বিষাক্ত মদ খেয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিষাক্ত মদ খান তাঁরা। তদন্ত শুরু হয়েছে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’ পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার হাসপাতালে মৃত্যু হয় একজনের, মঙ্গলবার রাতেই একজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন পরিজনরা। তিনটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার প্রাক্কালে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না।

# সংক্রমিত ছিলেন করোনায়, প্রয়াত কংগ্রেস নেতা একনাথ গায়কোয়াড়

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস শিবিরে ফের দুঃসংবাদ, প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এবং দলের প্রবীণ নেতা একনাথ গায়কোয়াড়। কোভিড-১৯ সংক্রমিত ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ একনাথ গায়কোয়াড়। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী বর্ষা গায়কোয়াড়ের বাবা হলেন একনাথ গায়কোয়াড়। মুম্বইয়ের মুম্বই দক্ষিণ-মধ্য আসনের প্রতিনিধি ছিলেন একনাথ গায়কোয়াড়। ২০১৪ সালে ওই আসনে তিনি হেরে যান। ধারাভি থেকে তিন-বারের বিধায়ক ছিলেন তিনি। দু”বার মহারাষ্ট্রের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বুধবার মহারাষ্ট্র রাজ্য যুব কংগ্রেস নেতা সত্যজিৎ তাম্বে টুইট করে জানিয়েছেন, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন বিধায়ক একনাথ গায়কোয়াড় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর পরিবার, অনুরাগীদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।’

# শারীরিক অবস্থার অবনতি করোনা আক্রান্ত অনামিকা সাহার

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : শরীরে অক্সিজেনের বিপুল ঘাটতি হওয়ায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে করোনা আক্রান্ত অনামিকা সাহার। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অভিনেত্রীকে প্রতি মিনিটে ১৫ লিটার করে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না তিনি।

মঙ্গলবারই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে তাঁকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। গত সপ্তাহ করোনায় আক্রান্ত হন তিনি। জানা গিয়েছে, করোনার সংক্রমণের কারণে তাঁর ফুসফুসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার থেকেই তৈরি হয়েছে যাবতীয় সমস্যার। তাঁর আক্রান্তের খবরে রীতিমত চিন্তার ভাজ পড়েছে তাঁর পরিবার থেকে শুরু করে তাঁর অনুরাগীদের। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

# কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর চোখকে ‘ফাঁকি’ দিয়ে ‘উধাও’ অনুব্রত মণ্ডল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : রাত পোহালেই বীরভূমে ভোট। বীরভূমে নির্বাচনের আগে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নজরবন্দি করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নজরদারির মধ্যেই কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর চোখকে ‘ফাঁকি’ দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন অনুব্রত। তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন জেলাশাসক ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। সূত্রের খবর, বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে বের হন অনুব্রত। তাঁর পিছনে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কমিশনের গাড়িও যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রাস্তার মধ্যে অনুব্রতর গাড়ি গতি বাড়িয়ে বেরিয়ে যায় বলে খবর। রাস্তায় অন্য গাড়ি এসে পড়ায় আটকে যায় কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি। তার পর থেকেই নাকি অনুব্রতর গাড়ি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

জানা গিয়েছে, বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় অনুব্রতকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। খুঁজছেন জেলাশাসক নিজেও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনুব্রতর খোঁজে বীরভূমের একাধিক থানায় খবর দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কমিশন জানায়, আগামী ৩০ এপ্রিল সকাল ৭টা পর্যন্ত নজরবন্দি থাকবেন তৃণমূলের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত। ভিডিয়োগ্রাফির মাধ্যমে নজর রাখা হবে অনুব্রতর উপর। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং এগ্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

# মির্জাপুরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ, ঘুমের মধ্যেই মৃত ৫

মির্জাপুর (উত্তর প্রদেশ), ২৮ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৫ জন সদস্যের। বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মির্জাপুরের ছোটি গুডরি এলাকায়। মৃতদের নাম-উমাশঙ্কর (৫০), তাঁর স্ত্রী গুড়িয়া (৪৮), তাঁদের দুই ছেলে সৌরভ (১৮) ও শুভম (২২) এবং ২০ বছরের মেয়ে সন্ধ্যা। পুরানো বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তাঁরা, বুধবার ভোররাতে সেই বাড়ি ভেঙে পড়ে।

জেলাশাসক প্রবীণ কুমার লক্সকর জানিয়েছেন, ’বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ মির্জাপুরের ছোটি গুডরি এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি পুরানো বাড়ির ছাদ। সেই সময় ঘুমিয়েছিলেন বাবা-মা ও তিন ছেলে-মেয়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।’ এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

# সীমান্ত বন্ধ: ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণদের ছাড় দেয়া হলো

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৮।। ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় দেশটি থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তবে যাদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা ছাড়পত্র নিয়ে দেশে আসতে পারবেন।

চলমান বিধিনিষেধের মেয়াদ আগামী ৫ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করে বুধবার (২৮ এপ্রিল) জারি করা প্রজ্ঞাপনে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, স্থল, নৌ ও বিমানযোগে যে কোনো ব্যক্তি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের (পণ্য পরিবহন ব্যতীত) ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ বাংলাদেশিরা ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের অনুমতি/অনাপত্তি ছাড়পত্র নিয়ে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন।

তবে ভারতে থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

ভারতে করোনা প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় গত ২৫ এপ্রিল আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে ভারতের সঙ্গে সব স্থলসীমান্ত বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে ৯ মে বিকেল ৬টা পর্যন্ত স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাধারণ মানুষের চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে বলে জানায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

# করোনা-সংক্রমণে জর্জরিত ব্রাজিল, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩,১২০ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিল আরও ৩ হাজার ১২০ জনের প্রাণ। তাছাড়া বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই বেড়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ১২০ জনের, এই সময়ে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬,০৮৫ জন। ফলে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ১২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩২৪-তে পৌঁছেছে। করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৬,০৮৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৪,৪৪৬,৫৪১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,৯৯২,৪৪২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৫৮,৭৭৫ জন।

# ৫২-হাজার ছাড়াল দৈনিক সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৮৮৫ জনের

ওয়াশিংটন, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। আমেরিকায় মঙ্গলবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২,০৪৬ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৮৫ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩২,৯২৭,০৯১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৮৫ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৮৪ জনের।

মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২ হাজার ০৪৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৮৫ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৯২৭,০৯১-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫,৫২১,৯১৩ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৯৪ জন।

# সক্রিয় রোগী ৮,৪৪৪, পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৭৮১

পুদুচেরি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): পুদুচেরিতে নতুন করে আরও ১০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ১,২৫৮ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৬,৩০৫। ৫৬ হাজার ৩০৫ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪৭,০৮০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ১০ জনের মৃত্যুর পর পুদুচেরিতে করোনা কেড়েছে ৭৮১ জনের প্রাণ।

বুধবার পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৫৮ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৩২ জন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮,৪৪৪ এবং সুস্থ হয়েছেন ৪৭,০৮০ জন।

# ঝুপড়ি ঘরে আগুন লেগে একই পরিবারের চার শিশুর মৃত্যু

পটনা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার পটনার পুনপুন থানা এলাকার আলাউদ্দিন চক গ্রামে একটি ঝুপড়ি ঘরে আগুন লেগে একই পরিবারের চার শিশু মারা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে প্রতিদিনের মত এদিন সকালেও চার বাচ্চাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে বাবা-মা ক্ষেতে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। এমন সময় আচমকা ওই ঝুপড়ি ঘরে আগুন লেগে যায়। আগুনে পরিবারের ৪ বাচ্চার মারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে ১২ বছরের একটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলে রয়েছে, যাদের বয়স পাঁচ থেকে আট বছর। গ্রামে করোনা সংক্রমনে প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় নিজের সন্তানদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রতিদিনই ওই পরিবারের বাবা-মা বাচ্চাদের ঘরে আটকে রেখে কাজে যেত। বাচ্চাদের ঘরে আটকে কাজে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করে ওই ঝুপড়ি ঘরে আগুন লেগে যায়। আগুনে এলাকার লোকেদের চিৎকার শুরু করে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলে চার বাচ্চার মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশ মৃত দেহগুলো ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

# ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে গোয়ায় লকডাউন, বন্ধ থাকবে হোটেল ও ক্যাসিনো

পানাজি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের আগ্রাসন থেকে বাঁচতে এবার লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিল গোয়া সরকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আগামী ৩ মে সকাল পর্যন্ত লকডাউন লাগু থাকবে গোয়ায়। এই সময়ে বন্ধ থাকবে ক্যাসিনো, হোটেল এবং পাব। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা এবং শিল্প কাজকর্মে ছাড় দেওয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো করোনার আগ্রাসনে জর্জরিত গোয়ায়। তাই লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত।

বুধবার প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, ’২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটা থেকে আগামী ৩ মে সকাল পর্যন্ত লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে গোয়ায়। এই সময়ে বন্ধ থাকবে ক্যাসিনো, হোটেল এবং পাব। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা এবং শিল্প কাজকর্মে ছাড় দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সামগ্রী পরিবহনের জন্য খোলা থাকবে গোয়ার বর্ডার।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## করোনা ভাইরাস অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করবে ব্র্যাক

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে মধ্যে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক।

শনিবার থেকে ঢাকায় ১৫টি এবং চট্টগ্রামে একটি বুথের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হবে।

শনি থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে এবং প্রতিটি বুথে প্রতিদিন প্রায় ১৫০টি করে নমুনা পরীক্ষা সম্ভব হবে।

শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাক জানিয়েছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শুরু হচ্ছে এ কার্যক্রম। পর্যায়ক্রমে ঢাকায় সর্বমোট ৩২টিএবং চট্টগ্রামে চারটি বুথের মাধ্যমে অধিক সংক্রমণ এলাকায় কার্যক্রমটি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বুথের (কিওস্ক) মাধ্যমে আরটি-পিসিআর টেস্টের জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে করোনাভাইরাসের বেশিরভাগ নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এতে ফল পেতে অন্তত ২৪ ঘণ্টা কিংবা তার বেশি সময় লাগে। অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষায় সময় লাগবে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট।

ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে নমুনা পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সহায়তা করতে সারাদেশে বর্তমানে ৪১টি বুথে নমুনা সংগ্রহ করছে ব্র্যাক, যেগুলো আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে সরকার নির্ধারিত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর ফলাফল দেওয়া হয়। এর মধ্যে পাঁচটি বুথে শুধু বিদেশগামী যাত্রীদের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির পরিচালক মোর্শেদা চৌধুরী বলেন, "করোনাভাইরাস সংক্রমণের হার কমিয়ে রাখার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের করোনাভাইরাস পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের আলাদা করে আইসোলেশনে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

"আশা করছি, র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে আসা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা পালন করবে, যাতে খুব দ্রুত রোগ শনাক্ত করা যাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দেওয়া যাবে।"

তিনি জানান, ব্র্যাক এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সহায়তা করছে যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)।

## পটেটো নুডুলস ডোনাট

রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখারের রেসিপিতে সহজেই তৈরি করুন মজার নাস্তা। নাস্তা কিংবা ইফতারের জন্য খুবই মজার একটি পদ। তৈরি করাও সহজ।

উপকরণ: আলু ২টি। ইন্সট্যান্ট নুডুলস ১ প্যাকেট। ডিম ১টি। কাঁচা-মরিচ কুচি ১ চা-চামচ। পেঁয়াজ বেরেস্তা ২ টেবিল-চামচ। ব্রেডক্রাম্ব ১ কাপ। চিলি ফ্লেক্স ১ টেবিল-চামচ। ধনেপাতা কুচি লবণ ও তেল পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি: আলু সিদ্ধ করে চটকে নুডুলসের মসলা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, চিলি ফ্লেক্স, ধনেপাতা কুচি, লবণ, ব্রেডক্রাম্ব দিয়ে ভালো করে মেখে ডোনাটের আকার করে বানিয়ে নিন।

এবার নুডুলসটা প্যাকেটে থাকা অবস্থায় চাপ দিয়ে আধা ভাঙা করে নিন। বাটিতে ১টি ডিম ভেঙে অল্প লবণ ও লাল-মরিচের গুঁড়া দিয়ে ভালো করে ফেটে নিন।

প্যানে তেল গরম করে ডোনাটগুলো একটা একটা করে প্রথমে ডিমে চুবিয়ে তারপর ভেঙে রাখা নুডুলসে গড়িয়ে ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে টমেটো সস ও মেয়োনেইজ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

## শরীরের জন্য ক্ষতিকর চর্বি

কোলেস্টেরলের চাইতেও বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'।

স্বাস্থ্যকর কোরেস্টেরল হলো এইচডিএল। অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরল হল এলডিএল।

হৃদরোগের শীর্ষস্থানীয় কারণ এই দুই কোলেস্টেরলে অস্বাস্থ্যকর মাত্রা।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই কোলেস্টেরলের থেকেও ক্ষতিকর উপাদান আছে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের মাঝেই। আর তা নিয়ে মানুষের সচেতনতার অভাবে প্রচলিত আছে নানান দ্বন্দ্বও।

সংবাদ সংস্থা সিএনএন ২০১৯ সালে 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসেসিয়েশন'য়ের করা এক 'মেটা অ্যানালাইসিস' নিয়ে প্রতিবেদন করে। এই গবেষণায় আশ্চর্যজনকভাবে কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক মেলেনি।

বরং একজন মানুষ যদি কোনোভাবে স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় তিনগুন বেশি কোলেস্টেরল গ্রহণ করে ফেলেন তবেই তার হৃদরোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কোলেস্টেরলে, এমনটাই দাবি করে ওই গবেষণা।

গবেষণার গবেষক, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়, ডিয়ারফিল্ডে অবস্থিত দাতব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'গাপলেস ইন্সটিটিউট'য়ের পরিচালক ও 'প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজিস্ট' ডা. স্টিফেন ডেভ্রিস সিএনএন'কে বলেন, "কোলেস্টেরলের থেকে আরও ভয়ঙ্কর বস্তু হলো 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'। রক্তচাপ বাড়াতে এই উপাদান যে পরিমাণ ভূমিকা রাখে, কোলেস্টেরল সে তুলনায় সামান্য।"

ডেভ্রিস ব্যাখ্যা করেন, "রক্তে যে কোলেস্টেরল থাকে তার সিংহভাগই শরীর নিজেই প্রস্তুত করে। আর কেউ যখন কোলেস্টেরল খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করে তখন শরীর তার নিজস্ব কোলেস্টেরল উৎপাদন কমিয়ে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে অনেকটাই।"

"অপরদিকে স্যাচুরেইটেড ফ্যাট শরীরে অল্প ঘনত্বের 'লিপোপ্রোটিন'য়ের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। আর এই উপাদানের আরেক নাম হলো 'এলডিএল' বা অস্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরল। এই কোলেস্টেরলই রক্তনালীতে জমা হয়ে হৃদযন্ত্র ও মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে বেড়ে যায় হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি।"

তাহলে কীভাবে বুঝবেন কোন চর্বি খাওয়া ভালো? সে সম্পর্কে জানতে নিচের প্রতিবেদনগুলো পড়তে পারেন।

## করোনাভাইরাস: শিশু আক্রান্ত হলে যা করণীয়

সময়ের সঙ্গে করোনাভাইরাস রূপ বদলে শিশুদের জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশেরই রোগের মাত্রা মৃদু, উপসর্গ নেই বললেই চলে। কিন্তু রোগ ছড়াতে তারা বড় ভূমিকা পালন করছে।

আর সন্তানের সেবা করতে গিয়ে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে অনেকে ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছেন বাবা-মা।

সন্তানের বয়স যদি ১০ বছরের কম হয় তবে তাকে আলাদা করে রাখা প্রায় অসম্ভব। এমনকি তাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মানানোও কঠিন।

এই অবস্থায় কী করণীয়?

বিস্তারিত জানানো হল স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে।

শিশুদের ঝুঁকি বাড়ল কীভাবে?

করোনভাইরাস মহামারীর প্রথম দিকে শিশুরা যে আক্রান্ত হয়নি তা নয়, তবে সংখ্যা ছিল সামান্য। ভাইরাসের সংস্পর্শে তারা এসেছে বিভিন্ন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকেই।

করোনাভাইরাসের নতুন যে ধরন তা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ফাঁকি দিয়ে শ্বাসতন্ত্রকে আক্রমণ করার ক্ষমতা বেড়েছে।

আগেও শিশুদের তা দেখা দিলেও উপসর্গ দেখা যায়নি, তবে এখন দেখা যাচ্ছে। এখন শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে 'মাল্টিসিস্টেম ইনফ্লামাটরি সিন্ড্রোম ইন চিলড্রেন (এমআইএসসি)'তে। যেখানে দেখা দিচ্ছে মৃদুমাত্রার উপসর্গ।

শিশুদের মাঝে লক্ষণ যেমন

প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শিশুদের ক্ষেত্রেও করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্বাসতন্ত্র। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ লক্ষণ হল- প্রচণ্ড জ্বর, কাঁপুনি, দম আটকে আসা, কাশি, গন্ধ না পাওয়া, গলা ব্যথা, অবসাদ, শরীর ব্যথা।

এছাড়াও মুখের স্বাদ হারানো, ডায়রিয়া, পেটের গোলমাল, বমি এবং 'মিউকোকিউটেনিয়াস ইফ্লামাটরি সাইন' বা একই সঙ্গে ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লিতে প্রদাহ দেখা যাচ্ছে।

বাবা-মায়ের করণীয়

যেকোনো লক্ষণ দেখা দিলেও তার 'কোয়ারেন্টিন'য়ের ব্যবস্থা করতে হবে। পরের ধাপ হবে পরীক্ষা করানো এবং রক্তে 'অক্সিজেন স্যাচুরেইশন'য়ের মাত্রার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

এই মাত্রা ৯৪ এর নিচে নামলেই তাকে অক্সিজেন কৃত্রিমভাবে সরবরাহ করতে হবে, পর্যাপ্ত তরল পান করাতে হবে এবং পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

সঙ্গে প্যারাসিটামল ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে দ্রুত, প্রয়োজনে হাসপাতালে নিতে হবে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেওয়ার তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে যায়। তবে শিশুর আগে থেকেই কোনো রোগ থাকলে সুস্থ হতে আরও সময় লাগতে দেখা গেছে।

আর শিশুর 'কোয়ারেন্টিন' বন্ধ করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে প্রথম উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর কমপক্ষে ১০দিন পেরিয়েছে কি-না। কোনো ওষুধ ছাড়াই টানা ২৪ ঘণ্টা কোনো জ্বর আসেনি এবং অন্যান উপসর্গগুলো কমছে।

শিশুদের জন্য টিকা

এখনও পর্যন্ত করোনাভাইরাসের কোনো টিকাই শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এই বিষয়েই কাজ করে যাচ্ছে।

ভারতের 'ভারত বায়োটেক' 'কোভ্যাক্সিন'য়ের 'ফেইজ থ্রি ক্লিনিকাল ট্রায়াল'য়ের অনুমোদনের আবেদন করেছে। পাঁচ থেকে ১৮ বছর বয়সের শিশুরা এই টিকা নিতে পারবে।

অপরদিকে 'ফাইজার' আর 'অ্যাস্ট্রাজেনেকা'র শিশুদের জন্য তৈরি নিজ নিজ টিকাগুলো এখনও পরীক্ষাধীন।

## গরমে ত্বকের যত্নে সাশ্রয়ী উপকরণ মুলতানি মাটি

স্বল্প খরচে ত্বকের যত্ন নিতে চাইলে মুলতানি মাটির বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না। ব্রণের ও তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা, কালচেভাব কমানো কিংবা ত্বক টানটান রাখতে মুলতানি মাটি বেশ কার্যকর। আর মহামারীর সময়ে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করার পরিবর্তে সাশ্রয়ী পন্থায় ত্বক পরিচর্যার উপকরণ হতে পারে এই মাটি। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে গরমকালে ত্বকের যত্নে মুলতানি মাটির ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হল।

মুলতানি মাটি ও গোলাপ জল

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মুলতানি মাটি ও গোলাপ জলের তৈরি ফেইস প্যাক কার্যকর। এটা ত্বকের পিএইচের মাত্রা ঠিক রাখে ও অতিরিক্ত তেলের সমস্যা দূর করে।

উপকরণ: ১/৪ বা ১/৫ কাপ মুলতানি মাটি, দুতিন টেবিল-চামচ গোলাপ জল।

পদ্ধতি: উপকরণ দুটি একসংগে মিশিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন। প্যাকটি মুখের ত্বক ও গলায় মেখে শুকানোর জন্য অপেক্ষা করুন, এরপর তা ধুয়ে ফেলুন।

সপ্তাহে তিনদিন নিয়মিত ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

মুলতানি মাটি ও টমেটোর রস

ত্বকের দাগ ছোপ দূর করতে টমেটোর রস ও মুলতানি মাটি কার্যকর। পাশাপাশি ত্বকে আনে উজ্জ্বলভাব। উপকরণ: এক টেবিল-চামচ টমেটোর রস, এক টেবিল-চামচ মুলতানি মাটি, আধা চা-চামচ চন্দনের গুঁড়া।, আধা চা-চামচ হলুদের গুঁড়া।

পদ্ধতি: উপকরণগুলো মিশিয়ে মসৃণ প্যাক তৈরি করে নিন। প্যাক মুখে মেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

সপ্তাহে দুতিনবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাবেন।

মুলতানি মাটি ও ডিমের সাদা অংশ

এই ফেইস প্যাক ত্বকের রংয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

উপকরণ: চা-চামচের চারভাগের তিনভাগ মুলতানি মাটি, এক টেবিল-চামচ দই, ভালো মতো ফেটে নেওয়া একটা ডিমের সাদা অংশ।

পদ্ধতি: উপকরণগুলো ভালো মতো মিশিয়ে মিশি পেস্ট

## সন্তানকে যে ধরনের কথা বলা ঠিক নয়

সন্তানের বয়স ১৩ থেকে ১৯ হলে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কারণ কৈশোরে ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হয়। এই সময়ে তাদের মাঝে নানান শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়।

তাই তাদের সঙ্গে কথা বলতে ও আচরণে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কৈশোরে সন্তানদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা ঠিক না, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

'তোমার ভাই/বোন তোমার চেয়ে ভালো' সন্তানকে কখনই তার ভাই বা বোনের সঙ্গে তুলনা করে ছোট করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক শিশুরই আলাদা কিছু বৈশিষ্ট ও গুণ আছে। তাই একজনের সঙ্গে অন্যজনের তুলনা করে কথা বললে শিশুকে ভালো পথে না এনে বরং তার আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দিবে।

'এটা করো না ওটা করো না'

কৈশোরে ছেলে মেয়েরা অন্যের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে বা চলতে চায় না। তাই, তাদের কাজকর্মের ওপর বিধি নিষেধ না টেনে বরং কোন কাজ কেনো করা ঠিক না সে সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে হবে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে দিন, এতে অভিজ্ঞতার পাল্লা ভারী হবে।

'তোমার ব্যক্তিগত কোন কিছু পরিবার থেকে আলাদা নয়'

শৈশব ও কৈশোরে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিষয় থাকতে পারে। তাই তাদের সব ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন না তুলে বরং তাদের স্বাধীনতার জন্য জায়গা উন্মুক্ত রাখুন।

পোশাক নিয়ে নিষেধাজ্ঞা কৈশোরে ছেলে মেয়েরা অন্যের মাধ্যমে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়। এই সময়ে তাদের নিজেদের কিছু মতামত থাকে। তাই পোশাক সম্পর্কে নিজের পছন্দ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক না, বিশেষত মেয়েদের ওপরে।

এছাড়াও, পোশাক নির্বাচন করতে গিয়ে ছেলে মেয়েদের মাঝে লিঙ্গ বৈষম্য তৈরি করা ঠিক নয়।

সন্তান যতই ছোট হোক না কেনো, মনে রাখতে হবে সে বড় হচ্ছে। তাই তার পছন্দকে সম্মান করা প্রয়োজন। ক্ষেত্রে বিশেষে তার সিদ্ধান্ত তাকে গ্রহণ করতে দিন; ছোট বলে তাকে অবহেলা করা যাবে না।

'বড় ছেলে-মেয়েরা কাঁদে না'

যে কেউই ভয় পেতে পারে বা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারে। কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বাড়ে। কোনো কারণে কান্না করলে তাদের আবেগ অবদমন করতে না বলে বরং মানসিকভাবে পাশে থাকার চেষ্টা করতে হবে। 'তোমার এই অভ্যাস পরিবর্তন করা উচিত'

## করোনা আক্রান্ত মিঠু চক্রবর্তী, বাড়িতেই নিভৃতবাসে অভিনেত্রী

টলিউডে বেড়ে চলেছে করোনার প্রকোপ। এ বার আক্রান্ত সব্যসাচী চক্রবর্তীর স্ত্রী অভিনেত্রী মিঠু চক্রবর্তী। আপাতত বাড়তেই নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। জ্বর সহ কোভিডের আরও কিছু উপসর্গ দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রীর মধ্যে। এর পরেই করোনা পরীক্ষা করিয়ে ফল পজিটিভ আসে। সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে বিশেষ কোনও অসুবিধা বোধ করছেন না তিনি। নামে মিল থাকার কারণে প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন, করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। পরে জানা যায় খবরটি ভুয়ো। সুস্থ আছেন অভিনেতা।

একের পর এক তারকার শরীরে বাসা বাঁধছে এই ভাইরাস। গত ২০ এপ্রিল করোনায় অভিনেতা জিৎ এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। দু'জনেই নেটমাধ্যমে জানিয়েছিলেন অসুস্থতার কথা। এর পর সস্ত্রীক কৌশিক সেনও আক্রান্ত হয়েছেন কোভিডে। ইন্দ্রাণী দত্ত, চৈতী ঘোষালরাও আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে নিভৃতবাসে।

টলিপাড়ার অনেক শিল্পীর অভিযোগ, শ্যুটিংয়ের সময় কোনও রকম নিয়ম মানা হচ্ছে না। দিন কয়েক আগে আনন্দবাজার ডিজিটালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জিতু কমল জানিয়েছিলেন, কোভিডের উপসর্গ নিয়েও কাজ করছেন অনেক কলাকুশলী বা অভিনেতা। ইতিমধ্যেই জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, ভরত কল, শ্রুতি দাস, অনুশ্রী দাসের মতো ছোটপর্দার তারকাদের শরীরেও বাসা বেঁধেছিল এই ভাইরাস।

# কলকাতায় কোভিশিল্ডের আরও ১০ লক্ষ ডোজ

কলকাতা,২৮ এপ্রিল ( হি. স.): করোনা হানায় নাজেহাল সকলে। দেশ থেকে রাজ্যজুড়ে ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই বুধবার কলকাতায় কোভিশিল্ডের আরও ১০ লক্ষ ডোজ এসে পৌঁছালো। দেশ থেকে রাজ্য জুড়ে গত কয়েকদিনে নজির গড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে অক্সিজেনের অভাব। তবে, এরই মাঝে করোনা আবহে আরও তৎপর রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, এদিন কলকাতায় এসেছে কোভিশিল্ডের আরও ১০ লক্ষ ডোজ । এই ১০ লক্ষ ডোজের মধ্যে ৪ লক্ষ ডোজ রাজ্যর। তবে, বাকি ৬ লক্ষ ডোজ আপাতত থাকবে হেস্টিংসের সেন্ট্রাল স্টোরে যদিও পরে সেগুলিকে পাঠানো হবে অন্যান্য রাজ্যে। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

# ভোটের ডিউটিতে এসে সংজ্ঞাহীন মহিলা কর্মী, ভর্তি এসএসকেএমে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : ভোটের ডিউটিতে এসে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন এক মহিলা ভোট কর্মী। অসুস্থ মহিলাকে কর্মীকে এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়েছে।

সোনালি বসাক নামে ওই ভোটকর্মী ফার্স্ট পোলিং অফিসার। তাঁর এন্টালিতে ডিউটি পড়েছে। এন্টালির ১৬৩ নম্বর বুথে তাঁর ডিউটি। তিনি ভোটের কাজেই এসেছিলেন। আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে জল খেতে দেন। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন তিনি। একই ছবি বহরমপুরেও। বহরমপুরেও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এক ভোটকর্মী। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

# হাওড়ায় ১০ ঘণ্টা ধরে বাড়িতেই পরে করোনা মৃতের দেহ

হাওড়া, ২৮ এপ্রিল ( হি. স.) : দেশ থেকে রাজ্যে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা ক্রমাগত কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে সকলের। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের অমানবিক ঘটনা ঘটছে শহর তথা রাজ্য জুড়ে। এরই মাঝে বুধবার ১০ ঘণ্টা ধরে হাওড়ায় করোনা মৃতের দেহ পরে থাকার অভিযোগ উঠল। গত কয়েকদিন ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে নানান ধরনের অভিযোগ উঠছে কলকাতার হাসপাতাল গুলোর বিরুদ্ধে। এরই মাঝে অভিযোগ উঠেছে,গত ২৩ এপ্রিল হাওড়া ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা গোপাল চক্রবর্তীর করোনার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল কিন্তু মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ ন মৃত্যু হয় তার। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এরপর থেকে বাড়িতেই পরেছিল ওই ব্যক্তির দেহ। রাত পেরিয়ে দিন গড়িয়ে গেলেও ওই ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার না করার অভিযোগ পুরসভার বিরুদ্ধে। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

# করোনায় আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনায় সংক্রমিত মধ্যমগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রথীন ঘোষ। এদিন তাঁর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানা যায়। ইতিমধ্যেই তাঁর কোভিডের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সংক্রমণের পর বেশ কিছু উপসর্গ রয়েছে তাঁর। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপাতত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি।

গত ২১এপ্রিল রথীন ঘোষ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিয়ে ভ্যাকসিনেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর থেকেই তাঁর জ্বর এসেছিল। সেই সঙ্গে শরীরে ছিল একাধিক উপসর্গও। এরপরই গত সোমবার তিনি করোনা পরীক্ষা করান। বুধবার তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এই মুহূর্তে ওই তৃণমূল প্রার্থী হোম আইসোলেশনে আছেন। চিকিৎসকের পরামর্শও নিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

# তিন মাদক পাচারকারী গ্রেফতার, উদ্ধার ১৪ কিগ্রা মাদক

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মাদক সহ তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল মুম্বইয়ের নারকটিক কন্টোল ব্যুরো। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নারকটিক কন্টোল ব্যুরো(এনসিবি) পুলিশ তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ১৪ কিলোগ্রামের মাদক উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মুম্বইয়ের ভান্দি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় মাদক সহ তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের নাম সিকান্দার। জেরায় সে স্বীকার করেছে যে শিশুদের দিয়ে এলাকায় মাদক পাচার করত। বুধবার নারকটিক কন্টোল ব্যুরো ধৃতদের জেরা করে আরও কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করছে বলে খবর।

# সংক্রমন এড়াতে জীবাণুমুক্ত আনন্দপুর থানা

কলকাতা,২৮ এপ্রিল ( হি স): ক্রমাগত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা চিন্তা বাড়াচ্ছে সকলের। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি করোনা আক্রান্ত হচ্ছে রাজনীতিবিদ থেকে সেলেব্রিটি। করোনা ছাড় দিচ্ছে না পুলিশদের শরীরের দানা বাঁধতেও। এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ এড়াতে প্রতিনিয়ত জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে শহরের বিভিন্ন থানা গুলি। তাই বাদ গেলোনা বুধবার। এদিন সংক্রমণ এড়াতে কলকাতা পুলিশের তরফে জীবাণুমুক্ত করা হয় আনন্দপুর থানা।

একদিকে ভোট আবহ তারই মাঝে আবার করোনা। দুয়ে মিলিয়ে নাজেহাল আমজনতা। রাত পোহালেই অষ্টম দফার ভোট। যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। পুরনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও শহর জুড়ে এখনও বর্তমান করোনা রাজ। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। তবে, এই পরিস্থিতিতে নিজেদের সুস্থ রাখতে ও সাধারণ মানুষকে সজাগ করতে এদিন আনন্দপুর থানা জীবানুমুক্ত করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে।

# নন্দিনী পালকে মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা সুদীপার বার্তায় নেটিজেনদের ক্ষোভ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : প্রয়াত অভিনেতা তাপস পালের করোনা আক্রান্ত স্ত্রী-কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন 'রান্নাঘর' খ্যাত সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। এই পোস্টকে ঘিরে দুটি পক্ষ ফেসবুকে সরব হয়েছে। ছ'ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ৩ হাজার ৪০০, ৯৬৭ ও ৮৬।

সুদীপা জানিয়েছেন, ''স্বর্গীয় শ্রী তাপস পালের স্ত্রী-নন্দিনী পাল, কোভিডে আক্রান্ত, খুবই ক্রিটিকাল ও চিকিৎসাধীন। তাঁর অসহায় একমাত্র মেয়ে সোহিনী পাল, ও আমাদের পরিবারের পাশে সত্যিকারের 'দিদি'র মতো দাঁড়িয়েছেন কেবলমাত্র মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। 'ধন্যবাদ' জানিয়ে তাঁকে ছোট করার ধৃষ্ঠতা আমার নেই। শুধু এইটুকু বলবো করুনাময় ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। তাঁর সুস, দীর্ঘজীবন কামনা করি।'''

নেটানাগরিকরা প্রতিক্রিয়ায় প্রায় সকলেই নন্দিনীর সুস্থতা কামনা করেছেন। সেই সঙ্গে সমালোচনাও করেছেন অনেকে। মধুমিতা মজুমদার লিখেছেন, "সরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন নেওয়ার ভিড় দেখেছেন? রাত থেকে বয়স্ক মানুষেরা লাইনে আছেন. ভ্যাকসিন নেওয়ার আগেই তো করোনা হয়ে যাবে. আপনার গর্ব তখন বেড, অক্সিজেন দেবে তো? আপনার এই কল্পনার জগৎ, রূপকথার গল্প আপনার কাছেই রাখুন. সাধারণ মানুষ (পড়ুন নন সেলেব ) যেদিন এই প্রায়োরিটি তে সুবিধা পাবে বা আপনি দিতে পারবেন, সেদিন এই পোস্ট দেখলেও মন ভালো হবে। সরকারি হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা টা করলে তবেই এই পোস্ট যথার্থ হয়, নাহলে এটা তেলা মাথায় তেল দেওয়ার পোস্ট। যাইহোক, নন্দিনী দেবী হোক আর যেই হোক, সবাই সুস্থ হয়ে উঠুন।"

সৌরদীপ প্লাবন গাঙ্গুলি লিখেছেন, "স্টারদের পরিবারের পাশে মমতা ব্যানার্জী থাকবে এটাই স্বাভাবিক, আর সাধারন মানুষের পাশে রেড ভলেন্টিয়ার।" পাপড়ি চক্রবর্তী ভট্টাচার্য সৌরদীপকে লিখেছেন, "আপনার উত্তর মনে হয় সুদীপা দিতে পারবেন না.. কারণ আপনি খুব অপ্রিয় সত্য কথা তুলে ধরেছেন।"

শ্বেতা দত্ত লিখেছেন, "নন্দিনীদির দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। আপনারা স্পেশাল তাই স্পেশাল সুবিধা যে উনি করে দেবেন সেটাই স্বাভাবিক। একটা সুষ্ঠ রাজ্য তখনই হয় যখন জনগণ সুস্থ থাকে। সাধারণের পাশে যদি 'ওনাদের' পাওয়া যেত ঠিক এই ভাবেই, তাহলে সত্যি আপনার এই পোস্ট টা মন ছুঁতে পারতো।" শ্রীপর্ণা মারিক দাস লিখেছেন, "ও হ্যাঁ আমাদের পাড়ায় বেশ কিছু লোক বেড না পেয়ে মারা গেছেন, কারণ পাশে কোনো দিদি/পিসি দাড়াননি, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।"

শম্পা সেন লিখেছেন, "সাধারণ মানুষ হাহাকার করছে সুদিপা। নন্দিনীর সুস্থতা কামনা করি সাথে বাংলার আম জনতার পাশে যদি এমন ভবেই দাঁড়াতেন তবে পোষ্ট টা গ্রহণ যোগ্যতা পেতো।"

আকাশ পাল লিখেছেন, "কজন সাধারন মানুষের পাশে উনি দাঁড়াচ্ছেন। সবাই কি আর তাপস পালের স্ত্রী, সহজেই ওনাকে একসেস করতে পারবেন। যদিও সাধারন নন্দিনী, সোহিনীদের পাশে রেড ভলেন্টিয়াররা আছেন, চিন্তা নেই!"সুতি সরকার সেন লিখেছেন, "দিদি একট কথা বলি রাগ করবেন না... আপনারা স্টার, তাই মাননীয়ার সাহায্য আপনারা তাড়াতাড়ি পান। আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ, অসহায় অবস্থায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা পাওয়া খুব কঠিন। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমার বাবা ও জেঠু দুজনেই কোভিড আক্রান্ত , একটু আইসিইউ শয্যা পাওয়ার জন্য কি না করেছি... সেটা আমরা নিজের চোখে দেখেছি আর উপলব্ধি করেছি। সেই সময় মাননীয়া বা তার প্রতিনিধি দের একটুও এগিয়ে আসতে দেখি নি। তাই দয়া করে এই সব কথা বলবেন না।"

## করোনায় আক্রান্ত তাপস পালের স্ত্রী নন্দিনী পাল, সাহায্যের হাত মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : দেশজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনায় আক্রান্ত হলেন টলিউডের প্রয়াত অভিনেতা তাপস পালের স্ত্রী নন্দিনী পাল। করোনা সংক্রমণ ছাড়াও একাধিক শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাঁর। পরিবার সূত্রে খবর, নন্দিনীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। রক্তে সুগারের মাত্রা ওঠানাম করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে চলছে প্লাজমা থেরাপি। গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়েছে নন্দিনীর। অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। কোভিডের কারণে রক্তে চিনির মাত্রা ক্রমাগত ওঠানামা করছে। আপাতত প্লাজমা থেরাপি চলছে। সোহিনীর কথায়, এমন গুরুতর পরিস্থিতিতে তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূরে খবর, প্রতি মুহূর্তে নন্দিনী খবর নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

# রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল ভাঙচুর, রণক্ষেত্র কেতুগ্রাম

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : শ্বাসকষ্টে বুধবার এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ব্লক হাসপাতলে। রোগীর আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা তাণ্ডব চালায় হাসপাতালে। মারধর করা হয় কর্তব্যরত এক চিকিৎসক ও নার্সকে। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। শেষে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, কেতুগ্রামের বাসিন্দা চয়ন শেখ নামে ওই রোগীকে বুধবার দুপুর পৌনে একটা নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। তীব্র শ্বাসকষ্ট ছিল রোগীর। জরুরী বিভাগের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করার পরই তাঁকে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। রোগীর করোনার প্রাথমিক উপসর্গ ছিল বলে তাঁকে বর্ধমানে পাঠানোর জন্য বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্স আসতে খানিকটা দেরি হয়। ওদিকে পরিবারের লোকজনও ভাড়া গাড়ির ব্যবস্থা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতেই রোগীর মৃত্যু হয়।

অভিযোগ, এরপরই কেতুগ্রামের বেঙুটিপাড়া ও হাজামপাড়া এলাকার প্রচুর লোক লোকজন হাসপাতালে জড়ো হন। দুই শতাধিক পুরুষ ও মহিলা চড়াও হয়ে হাসপাতালে ভাঙচুর শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ভুল চিকিৎসায় ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত নার্স আসপিয়া খাতুন বলেন, "ওই রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাত্রা ছিল মাত্র ৪৬। হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা হয়েছিল। অক্সিজেনও দেওয়া হয়েছিল। তাতে স্যাচুরেশন মাত্রা কিছুটা বাড়ে। ডাক্তারবাবু অন্য হাসপাতালে পাঠানোর পর রোগী মারা যান। তারপর অনেক লোকজন এসে হামলা চালায়।"

এদিকে খাস কলকাতার লেকটাউন এলাকায় এদিন অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হয়েছে এক করোনা আক্রান্তের।

# চিকিৎসা না পেয়ে আরামবাগে মৃত্যু এক করোনা রোগীর

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : অ্যাম্বুলেন্সে করোনায় আক্রান্ত বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বেড না পেয়ে চোখের সামনে অ্যাম্বুলেন্সেই মেয়ের চোখের সামনে শ্বাসকষ্টে মারা গেলেন বৃদ্ধ। চিকিৎসার জন্য বারবার হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি পরিষেবা। দুঃখদায়ক এই ছবি আরামবাগের। প্রসঙ্গত, বুধবার সকালেই দক্ষিণ দমদমে অক্সিজেন না পেয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ সৎকার করতেও হয়রানির শিকার হতে হয় পরিবারকে।

সংক্রমণ যত বাড়ছে তত হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগীর পরিবার-পরিজনরা। একে রাজ্য জুড়ে হাহাকার চলছে অক্সিজেনের, তারই মাঝে হাসপাতালে গিয়ে বেড পাচ্ছেন না বহু রোগীই। যার জেরে বিনা চিকিৎসায় গত কয়েকদিনে রাজ্যজুড়ে বহু করোনা আক্রান্ত রোগী মারা গিয়েছেন বাড়িতেই। পরিস্থিতি ভয়াবহ ও মর্মান্তিক।

আরামবাগ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এমন উদাসীনতার চিত্র দেখে হতভম্ব সাধারণ মানুষ। হাসপাতালের সামনেই অ্যাম্বুলেন্সে শ্বাসকষ্টে ভুগতে ভুগতে মারা যান খানাকুলের জয়রামপুরের বাসিন্দা বছর ৬০-র বাসিন্দা তারাপদ চক্রবর্তী। আজ, বুধবার সকাল থেকেই তারাপদ বাবুর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও মিলল না চিকিৎসা। অভিযোগ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি কেউ। হাসপাতালের সামনে এসেও বাবাকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারাপদ বাবুর মেয়ে রুমা চক্রবর্তী।

বুধবার হাসপাতালের সামনেই কাঁদতে কাঁদতে রুমা জানান, বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। বাবার চিকিৎসা করাতে স্ট্রেচার ও অক্সিজেনের জন্য বারবার ছুটে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্স চালকও হাসপাতালে ছুটে যান।

কিন্তু কেউ আসেনি সাহায্য করতে। রুমা বলেন, "একটা স্ট্রেচার দিতে পারত না? একটু অক্সিজেন দিতে পারত না? ওদের বাবা হলে কি ওরা চিকিৎসা দিত না? ওরা আমার বাবাকে মেরে ফেলল।" পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার রুমা জানান, খানাকুল থানার পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

আরামবাগের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এই নগ্ন ছবি ধরা পড়ল এদিন। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে। চিকিৎসক ও হাসপাতালের কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত রোগীর আত্মীয়রা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এমনই মর্মান্তিক ছবি দেখা যাচ্ছে। খাস কলকাতাও ধুঁকছে অক্সিজেন ও হাসপাতালের বেডের অভাবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# কমিশনের নজরবন্দীর মধ্যেই আচমকা উধাও অনুব্রত

বোলপুর , ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : কমিশনের চোখে ধুলো, পথে যেতে যেতে আচমকাই ভ্যানিস নজরবন্দি অনুব্রত, ভোটের আগেই কি 'খেলা' শুরু অনুব্রতর! একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল 'খেলা হবে' স্লোগান তুলেছিলেন। আর সেই খেলায় যেন তিনি শুরু করে দিলেন নজরবন্দি হওয়ার পরেই। কমিশনের নজরবন্দি থাকাকালীন গাড়ি থেকে হঠাৎ উধাও। যা নিয়ে রীতি মত শোরগোল পড়ে যায় কমিশনের অন্দরে। তবে এই ঘটনায় কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অবস্থা সামাল দিতে অনুব্রতকে নোটিশ করল কমিশন।

কথায় বলে বজ্র আঁটুনি ফোস্কা গেরো। এমনটাই যেন এদিন হল বোলপুরে। নির্বাচন কমিশনের নজরদারি টিমের সামনে থেকে 'উধাও' হয়ে গেলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সারা জেলা জুড়ে খোঁজ খোঁজ রব।

জানা গিয়েছে, বীরভূমের ভোটের আগের দিন বুধবার বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বেলা ১১.৪০ নাগাদ নিজের বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়ি থেকে বের হন।যেহেতু তিনি কমিশনের নজরবন্দি তাই তার রওনা হবার আগেই তার গাড়ির পিছনে একটি গাড়িতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরাম্যান টিম। অপর গাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সেনা জাওয়ানরা। প্রথম গাড়িতেই সামনের সিটে বহাল তবিয়তে বসলেন তিনি। গাড়ি এগোল। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার ডান দিকের বাঁকে ঘুরে যায় অনুব্রত গাড়ি। যা টেরই পাইনি পিছনে থাকা কমিশন কর্তারা। হঠাৎ উধাও হয়ে যান অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি।কমিশন কর্তাদের দলীয় সূত্রে বলা হয় ''দাদা'' পার্টি অফিস যাবেন। সেই মত বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দুরে কমিশন কর্তা দের গাড়ির কনভয় পৌচছলেও অনুব্রত গাড়ি আর পার্টি অফিস পৌচছয় নি। হতবাক কমিশন কর্তারা। মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় খোঁজ খোঁজ রব।ঠিক যেন খেলা দেখানো শুরু করে দিলেন তিনি।কারন তারপর দীর্ঘ তিন ঘন্টা আর তাঁর গাড়ির হদিশ পাননি কমিশনের প্রতিনিধিরা। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছে যায় জেলার সমস্ত থানাকে বলা হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের গতিবিধির সন্ধান পেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন জানানো হয়।

তবে জেলা তৃণমূল পার্টি সূত্রে জানানো হয়েছে অন্যবারের মত এবারেও তিনি নির্বাচনের আগের দিন জেলার সব বিধানসভা ঘুরবেন। অনুব্রত মণ্ডল ভোটের আগের দিন কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্যই রওনা দিয়েছেন। যখন জেলা জুড়ে নিঁখোজ অনুব্রত খুঁজছে কমিশন তখন তিনি সিযান হয়ে পৌচছে যান নানুর পার্টি অফিসে। সেখানেই দলের নেতাদের শেষ মুহূর্তে টিপস দিয়ে ফের রওনা দেন। এবার গন্তব্য কীরনাহার হয়ে লাভপুর। সেখানে ও পার্টি নেতা দের লাস্ট মিনিট সাজেশন দিয়ে গাড়ি ছুটতে থাকে। এসে পৌচছে যান আহমেদপুর। সেখানে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সোজা তারাপীঠ।

কমিশনের নজরদারি এড়িয়ে তারাপীঠ মন্দিরে যখন পুজো দিচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল তখন কমিশনের হাতের নাগালে আসে অনুব্রত। এর মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের চরকি পাক খাইয়ে মন্দিরে কিছুক্ষণ সময় কাটান তিনি। ভোটের দামামা বাজার পর থেকেই ভয়ংকর খেলার ডাক দিয়েছিলেন অনুব্রত। কমিশনের চোখে ধুলো দিয়ে কার্যত সেই খেলাই দেখালেন তিনি!

তবে এহেন ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে পড়ে কমিশন। বেলা গড়াতেই বীরভূমের জেলাশাসক তথা জেলার নির্বাচনী আধিকারিক দেবীপ্রসাদ কারনম অনুব্রত মণ্ডলকে নোটিস পাঠান । তাতে জানানো হয়, নজরবন্দি থাকাকালীন এভাবে কমিশন নিযুক্ত বাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেটকে এড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন না তিনি ।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার থেকেই বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নজরবন্দি করে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার বিকেল ৫ টা থেকে শুক্রবার সকাল ৭ টা পর্যন্ত তাকে নজরবন্দি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের ওই নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে এই নজরদারির সময়ে সবসময় কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ান , একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ২৪ ঘন্টার জন্য ভিডিও ফটোগ্রাফার তার উপর নজরদারি করবে। ভিডিও তোলার সময় তারিখ ও সময় যেন ছবিতে স্পষ্টভাবে ধরা থাকে তার ব্যবস্থাও করতে নির্দেশ দেন কমিশন।সেইমতোই মঙ্গলবার রাত ৮ টা নাগাদ নজরদারি টিম বোলপুর তৃণমূল পার্টি অফিসে আসে। শুরু হয় নজরবন্দির প্রক্রিয়া। তাঁর মোবাইল ফোন ও নিয়ে নেওয়া হয় সেই সময়। যদিও এটা প্রথম নয় এর আগেও ২০১৬ এবং ২০১৯ এ নির্বাচনেও একইভাবে বিরোধীদের অভিযোগের ভিত্তিতে নজরবন্দি করা হয়েছিল জেলার এই দাপুটে নেতাকে।তবে আবারও প্রমান করলেন অনুব্রত আছেন অনুব্রততেই।

# মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র (অষ্টম ও শেষ পর্ব)

**অশোক সেনগুপ্ত**

কলকাতা, এপ্রিল (হি. স.) : তাঁর গত এক দশকের শাসনকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব ছাড়া বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থ, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, পূর্ত এবং তথ্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি দফতরকে। এই সব দফতরের অন্তত চার জন আমলা, যাঁরা একসময়ে মুখ্যমন্ত্রীর খুব পছন্দের ছিলেন, সরে যেতে হয় অস্বস্তির মধ্যে। তাঁরা হলেন সঞ্জয় মিত্র, সুব্রত গুপ্ত, অত্রি ভট্টাচার্য এবং বিবেক কুমার। কেন, কোন পরিস্থিতিতে তাঁদের সরে যেতে হল, আগের নানা পর্বে তার আলোচনা রয়েছে।

এভাবে আমলাদের প্রস্থান মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেই বা কতটা স্বস্তিকর? দীর্ঘদিন প্রশাসনের অন্দরের ওপর চোখ রেখেছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক, একটি নামী দৈনিকের ব্যুরো প্রধান অমল সরকারের মতে, এরকম ঘটনা যে কোনও ক্ষেত্রেই হয়। সংবাদপত্রে চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে রিপোর্টারের মতানৈক্য, বিবাদের ঘটনার মতই। এতে মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তি কেন হবে?

অমল সরকারের মূল্যায়ণ, "বাম আমলের চেয়ে তৃণমূলের ১০ বছরের আমলাতন্ত্রকে আমি গতিশীলতার নিরিখে এগিয়ে রাখব। জ্যোতি বসু তাঁর ব্যক্তিত্ব বা গুরুত্বের জন্য সিদ্ধান্ত রূপায়ণে কিছু সুবিধা পেতেন। কিন্তু সেই সুযোগটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পাননি। ফলে, কখনও আলিমুদ্দিন, কখনও কৃষক ফ্রন্ট, কখনও কো অর্ডিনেশন কমিটি সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েও পিছু হঠতে হয়েছে। আমলারাও তাই সময়বিশেষে দ্বিধার মধ্যে থাকতেন। কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে বুদ্ধবাবু 'ডু ইট নাউ' শ্লোগান চালু করলেও এসব কারণে ওই ভাবনা বাস্তবে রূপ পায়নি। কিছু ক্ষেত্রে আমলারা নানা বাধায় আটকে গিয়েছেন। যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চটজলদি কাজ চান এবং তা না পেলে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যবস্থা নেন, আমলারা চাপের মধ্যে থাকেন। আমলারা জানেন, অন্য কোনও প্রভাবশালী মন্ত্রী ও সংগঠন বিষয়টিতে নাক গলাবে না, তাঁরা প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। সে কারণেই কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজসাথী প্রভৃতি নানা জনমুখী ভাবনা বাস্তবে রূপ পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলারা সদাসতর্ক থাকার চেষ্টা করেছেন, তার আর একটা বড় কারণ তৃণমূল স্তরে মুখ্যমন্ত্রী খবর রাখেন। তাঁকে অসত্য বা অর্ধসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা মুস্কিল। ক্রমাগত অকুস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি দেখেন। যেটা বাম আমলে ছিল না। বুদ্ধদেববাবু মূলত পরিচালিত হতেন দলীয় সূত্রের খবর এবং আমলাদের নোটের ওপর।

দীর্ঘকাল সাংবাদিকতার সূত্রে প্রশাসনের অন্দরমহলকে কাছ থেকে দেখেছেন একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকের বরিষ্ঠ সাংবাদিক তপন দাস। বাম আমলের শেষ দশ বছরের সঙ্গে তৃণমূল অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশ বছরের আমলাতন্ত্রের পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "বামেদের শেষ ১০ বছর বুদ্ধবাবু ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আমলাতন্ত্রের মান আমার কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্রের মানের চেয়ে ভাল মনে হয়েছে।" কাকে কত নম্বর দেবেন এই প্রশ্নের জবাবে তপনবাবু বলেন, বুদ্ধবাবুকে তাঁর প্রথম পাঁচ বছরের জন্য ১০-এ ৭, পরের ৫ বছরের জন্য ১০-এ ৮ দেব। আর মমতাকে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য ১০-এ ৫, পরের ৫ বছরের জন্য ১০-এ ৭ দেব। কারণ, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তপনবাবু বলেন, জ্যোতিবাবুর মত অতটা না হলেও বুদ্ধবাবু অনেকটাই আমলাদের শ্রদ্ধা বা মান্যতা আদায় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কথাবার্তা, আচরণ এবং স্ট্রিট ফাইটার ইমেজের জন্য মমতা আমলাদের সেই শ্রদ্ধা পাননি। যদিও আমলারা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে মমতাকে অশ্রদ্ধা দেখানোর সাহসও কেউ দেখাননি। মমতা আর একটা কাজ করেছেন। বেশ কিছু আইএএস মর্যাদায় উন্নীত ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারের আমলাকে বেছে বেছে প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধবাবুর আমলাতন্ত্রে আমি মমতার তুলনায় বেশি 'ডায়নামিজম' অনুভব করেছি।

আর এক বরিষ্ঠ সাংবাদিক সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল আমলে আমলাতন্ত্রের যে ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে অফিসারদের, বিশেষ করে প্রোমোটি আইএএস-দের কাজে অখুশি হলে তাঁদের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ জিনিস বাম আমলে আমার চোখে পড়েনি। এর ভাল-মন্দ দুটো দিকই আছে।"

প্রায় চার দশক প্রশাসনে ছিলেন অরবিন্দ মন্ডল। অবসর নিয়েছেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বার্তা বিভাগের প্রধান হিসাবে। তাঁর কথায়, '১১-র আগে আমলাতন্ত্র ছিল মূলত কালেকটিভ ডিক্টেটরশিপ। গত এক দশকে যা হয়েছে 'ইন্ডিভিজ্যুয়েল ডিক্টেটরশিপ'। এরও ভাল-মন্দ দুটো দিকই আছে। জ্যোতিবাবুর আমলেই মহাকরণ থেকে সেচ দফতর সল্ট লেকের সেচভবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত রূপায়িত করতে অনেক সময় লেগে যায় বাম ও অন্য কর্মী সংগঠনের বাধায়। পরে একই অবস্থা হয় খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিল্প দফতর মহাকরণ থেকে স্থানান্তরে। সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মহাকরণে প্রচুর পোস্টারও পড়ে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি-দুটি বিভাগ নয়, মূল সচিবালয়কে যেভাবে নবান্নে দ্রুততার সঙ্গে সরিয়ে আনেন, তা অভাবনীয়। "

১৯৭৮ থেকে '৮৩ প্রায় পাঁচ বছর কেন্দ্রের তৎকালীন যোজনা মন্ত্রকে ছিলেন অরবিন্দবাবু। তিনি বলেন, "ওই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখেছি নীতিনির্দারণ করতেন রাজনীতিকরা। রূপায়ণে আমলারা। এখনও সেই ধারাটা বজায় আছে। কিন্তু অনেক রাজ্যেই নীতিনির্দারণ রূপায়ণেও রাজনীতিকরা হস্তক্ষেপ করেন। এই অশুভ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র। সেটা পারলে ভাল হত।"

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ১৯৭৬ সাড়ের আইএএস অর্ধেন্দু সেন ২০১৬ সালের নির্বাচনে 'আক্রান্ত আমরা'-র প্রার্থী অম্বিকেশ মহাপাত্রের হয়ে প্রচার করেন। বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী, কলকাতার তৎকালীন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হন অম্বিকেশবাবু। যাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানাতেই ব্যঙ্গচিত্র পাঠানোর জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই অম্বিকেশবাবুর হয়েই সে বার প্রচারে নামেন অর্ধেন্দুবাবু। তাঁর যুক্তি, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য 'পরিবর্তন' প্রয়োজন। সেই পরিবর্তনের স্বার্থেই তিনি প্রচারে নামবেন বলে ঠিক করেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে অর্ধেন্দুবাবু বলেন, "এটা ঠিক বেশি নিয়ম মানতে গেলে অনেক কাজে অসুবিধা হয়। একনায়ক হলে কতগুলি সুবিধা থাকে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের পক্ষে তা ভাল নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্রে রাস্তাঘাট বা দৃশ্যমান কিছু দিকের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু শিল্প, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এ সব অবহেলিত থেকেছে। গোড়ার দিকে আচমকা হাসপাতাল অভিযানে গিয়ে একটু নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যে বিপুল বিনিয়োগ দরকার ছিল, তা হয়নি। এই সব ঘাটতি প্রচার দিয়ে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রসঙ্গে অর্ধেন্দুবাবু জানিয়েছেন, "বাঙালির নেতা হতে গেলে 'বাঙালি' না হলেও চলে। চামচে পরিবৃত হয়ে মুড়ি আর আলুর চপ না খেলেও চলে। বরঞ্চ আপনি আশেপাশের লোকজন থেকে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করে নিতে পারেন, যা অন্যেরা অতিক্রম করতে পারবে না, কিন্তু আপনি নিজে পারবেন আপনার বুদ্ধির জোরে। প্রশাসনে এই কৌশল অপরিহার্য। মানসিক উদারতা এবং নিরপেক্ষতা হল সরকারি অফিসারদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এ কথা তাঁর কাছেই শেখা। প্রশাসককে দেখে মানুষ মনে করবেন যে তিনি দুই দলের কথাই বুঝতে পারছেন, কিন্তু নিজে দলাদলির উর্ধে। এই বিশ্বাস জন্মালেই প্রশাসন চলবে, নয়তো রোজই লাঠিচার্জ করে পথ অবরোধ তুলতে হবে। জেলায় কাজ করতে গিয়ে বারে বারেই এ কথা স্মরণ করতে হয়েছে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# কংগ্রেস শিবিরে দুঃসংবাদ প্রয়াত বাজপেয়ীর ভাইঝি করুণা শুক্লা

রায়পুর, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস শিবিরে ফের দুঃসংবাদ! প্রয়াত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ করুণা শুক্লা। মঙ্গলবার ভোররাতে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন করুণা শুক্লা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ভাইঝি ছিলেন করুণা শুক্লা। বাজপেয়ীর ভাইঝি করুণা করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ছিলেন। করুণা শুক্লার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা।হাসপাতাল সূত্রের খবর, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কংগ্রেসের দু”বারের লোকসভা সাংসদ করুণা শুক্লা। কোভিডে সংক্রমিত হওয়ার পর তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল রায়পুরের হাসপাতালে। সোমবার গভীর রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, এরপর মঙ্গলবার ভোররাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বাজপেয়ীর ভাইঝি করুণা শুক্লার সঙ্গে বিজেপির প্রায় ৩২ বছর ছিল। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। ২০১৮ সালে ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনে রাজনন্দগাঁও আসন থেকে রমন সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন করুনা শুক্লা, সেটাই ছিল তাঁর শেষ নির্বাচনী লড়াই, কিন্তু রমন সিংয়ের কাছে তিনি হেরে যান।

# ফের কোভিড হাসপাতাল চালু রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়তে থাকায় ফের কোভিড হাসপাতাল চালু করা হল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। সংক্রামিতদের চিকিৎসার জন্য গতবছর কর্ণজোড়া ফাঁড়ির ছটপাড়ুয়া এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়।

পরবর্তীতে সংক্রমণ কমে গেলে সেই হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই বেসরকারি নার্সিংহোমটিকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হল। হাসপাতাল সুপারের দায়িত্ব আনা হয়েছে গতবারের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ দিলীপকুমার গুপ্তাকে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আজ অর্থাৎ সোমবার থেকে চালু হল মিক্কিমেঘা কোভিড হাসপাতাল। নার্সিং ইনচার্জ হিসেবে মঙ্গলবার যোগ দেবেন বাপি বিশ্বাস।'

# অরুণাচল প্রদেশে দুর্ঘটনায় দুই শিশু-সহ নিহত চার

ইটানগর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলায় কালাকতাং এলাকায় একটি গাড়ি গভীর খাদে পড়ে গিয়ে দুই শিশু সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে ওই দুর্ঘটনা ঘটলেও অনেকটা দেরিতে বিষয়টি সকলের নজরে এসেছে। সে মোতাবেক উদ্ধার কার্য শুরু হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বালেমু এবং কালাকতাং এর মাঝামাঝি ৯০০ চেইন এলাকায় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তাতে, তাওয়াং-র বাসিন্দা জমবে তাসি, সুনিতা এবং দুই সন্তান ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। তারা অসম থেকে বাড়ি ফিরছিল।

প্রসঙ্গত, পাহাড়ি এলাকায় প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। মাঝে মধ্যেই প্রাণহানি-র ঘটনাও ঘটছে। কিন্ত, সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে এখন কেউ ভাবছে না। করোনা-র প্রকোপ এখন প্রধান সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল :** জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# ঢাকা কাঁপল ভূমিকম্পে, মৃদু কম্পন বাংলাদেশের অন্যত্র

ঢাকা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকা ছাড়াও হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশের রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায়। যদিও কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। বুধবার সকাল ৭.৫১ মিনিট নাগাদ ৬.৪ তীব্রতার জোরালো ভূকম্পন অনুভূত হয় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য অসমের শোনিতপুর জেলায়। ভূমিকম্প অনুভূত হয় মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে। সেই ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয় বাংলাদেশেও।

ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৭.৫১ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৬.৪ তীব্রতার জোরালো ভূকম্পন অনুভূত হয় অসমের শোনিতপুরে। তারপর ৮.১৩ মিনিটে ৪.০, ৮.২৫ মিনিটে ৩.৬ এবং ৮.৪৪ মিনিটে ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। অসমে ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেঁপে ওঠে বাংলাদেশও। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় কম্পন টের পাওয়া যায়।

# কোভিড আই সি ইউ তৈরিতে ১ কোটি টাকা দিলেন অজয় দেবগণ

মুম্বাই, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতি সারা দেশে উদ্বেগজনক। হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণ। আক্রান্তদের সংখ্যা দৈনিক বাড়ছে। মুম্বইয়ের অবস্থা বেশ শোচনীয়। দৈনিক ৪০০০ জন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। হাসপাতালে বেড পাওয়া যাচ্ছে না। অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুর হারও ক্রমশ বাড়ছে। বলি তারকাদের অনেকেই এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছেন। এবার এগিয়ে এলেন অজয় দেবগণ। তিনি নতুন করে কোভিড আই সি ইউ বেড তৈরিতে ১ কোটি টাকা দান করলেন।

মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কের ভারত স্কাউট এবং গাইড হলে ২০ বেডের কোভিড আই সি ইউ ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে। এর পুরো খরচা বহন করছেন অজয় দেবগণের সংস্থা এন ওয়াই ফাউন্ডেশন। এই আইসিইউ তৈরি করার জন্য অজয় দেবগণ বৃহনমুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে ১ কোটি টাকা দিয়েছেন। এই আইসিইউ ইউনিটে প্যারা মণিটর, ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সব কিছুর ব্যবস্থা থাকবে। এই ইউনিটের পাশেই হিন্দুজা হাসপাতাল। এই হাসপাতালের সিও জয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন হিন্দুজা হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মীরাই এই নতুন ইউনিটের আক্রান্তদের চিকিৎসা করবেন।

# প্রযুক্তিগত ত্রুটিতে বিকল কো-উইন পোর্টাল, ব্যাহত নথিভুক্তিকরণের কাজ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার বিকেল থেকে শুরু হয়েছে তৃতীয় দফার টিকাকরণের নাম নথিভুক্তিকরণের কাজ। গোড়াতেই প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিকল হল সরকারি কো-উইন পোর্টাল। বুধবার বিকেল ৪ টে নাগাদ এ সংক্রান্ত পোর্টালটিতে নাম নথিভুক্তি বন্ধ হয়ে যায়।

করোনা টিকা নিতে হলে 'কো-উইন' অ্যাপে নাম নথিবদ্ধ (রেজিস্ট্রেশন) করানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। ওই অ্যাপ কাজ না করায় বিপাকে পড়েন বহু মানুষ। ১ মে থেকে ১৮ বছর এবং তার বেশি বয়সিদের টিকা দেওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সে জন্য অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু গোড়াতেই সেই উদ্যোগে বাধ সাধল প্রযুক্তিগত ত্রুটি।

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত পোর্টালে আপনি নিজে এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের নাম খুব সহজেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

# টোকিও অলিম্পিকে যোগদানের আগেই টিকা নিলেন শুটার মনু ভাকের

চণ্ডীগড়, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন টোকিও অলিম্পিকের তিন মাস আগে নিজেকে নিরাপদে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কোভিড প্রতিষেধক নিলেন ভারতীয় শুটার মনু ভাকের। ভারতের হয়ে তাঁর পদক জয়ের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার হরিয়ানার ঝাঝরের একটি সরকারি হাসপাতালে টিকা নেন তিনি।

নিজেই টুইট করে এ খবর জানিয়েছেন মনু। শুধু তিনি নন, তাঁর বাবা-মাও একই জায়গা থেকে করোনা-টিকা নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, প্রত্যেককেই কোভিশিল্ড দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অলিম্পিক্সগামী প্রত্যেককেই টিকা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে সরকার। এ ক্ষেত্রে বয়স কোনও বাধা নেই। ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ, যুব অলিম্পিক্স এবং কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতা মনু টিকা নেওয়ার পরেই প্রত্যেক ভারতীয়কে সচেনতার বার্তা দিয়েছেন।

# করোনা আক্রান্ত দক্ষিণের অভিনেতা আল্লু অর্জুন

হায়দ্রাবাদ, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন দক্ষিণী 'সুপারস্টার' অভিনেতা আল্লু অর্জুন। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো আপাতত বাড়িতেই রয়েছেন নিভৃতবাসে। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন অভিনেতা নিজেই। বুধবার দুপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে দক্ষিণী তারকা অভিনেতা জানান তিনি কোভিড পজিটিভ। বাড়িতে নিজেকে সকলের থেকে 'আলাদা' করে রেখেছেন। যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন। সেই সঙ্গে অভিনেতা অনুরোধ করেছেন যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের করোনা টেস্ট করার ও সুরক্ষিত থাকতে বলেছেন সকলকে। ভক্তদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, তিনি ভালো আছেন। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, 'বাড়িতে থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং সুযোগ এলে ভ্যাকসিন নিন'।

## সংশোধনী

২৮ এপ্রিল বুধবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় রেগার মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবাদের শিরোনাম অসাবধানতাবশত '১লা মে থেকে রাজ্যের সমস্ত হোস্টেল বন্ধ' ছাপা হয়েছে। শিরোনামটি পড়তে হবে 'রেগার মজুরী বৃদ্ধি পেয়ে হল ২১২ টাকা'। এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

# চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** মোহনপুর স্কুল সংলগ্ন এলাকার জলাশয় থেকে বুধবার বাইক উদ্ধার হয়েছে। বাইকটি উদ্ধার করে সিধাই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।জলাশয় থেকে নম্বরবিহীন বাইক উদ্ধার করল সিধাই থানার পুলিশ। ঘটনা বুধবার মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠ সংলগ্ন স্থানে।জানা যায় এদিন সকালে স্থানীয় কিছু লোক জলাশয়টিতে একটি বাইক দেখতে পেয়ে সাথে সাথেই খবর দেয় পুলিশে।সিধাই থানার পুলিশ তৎক্ষনাৎ ঘটনাস্থলে এসে জলাশয় থেকে বাইকটি উঠিয়ে নিয়ে যায় থানাতে।

# পাকিস্তানে দৈনিক মৃত্যু ২০১, ২৪ ঘন্টায় কোভিডে আক্রান্ত ৫,২৯২ জন

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে করোনা কেড়ে নিল দুই শতাধিক প্রাণ, একইসঙ্গে বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যাও। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫, ২৯২ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ২০১ জনের, পাকিস্তানে এই প্রথম ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৭,৫৩০ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লক্ষ ১০ হাজার ২৩১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৭ লক্ষ ০৪ হাজার ৪৯৪ জন।

বুধবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,২৯২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২০১ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,১০,২৩১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৮,২০৭। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৭, ০৪,৪৯৪ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ১০.৭৭ শতাংশ।

# ৫৬ বেড়ে তেলেঙ্গানায় মোট মৃত্যু ২,১৫০ করোনা-সংক্রমিত ৪.১৯-লক্ষাধিক

হায়দরাবাদ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৫৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৮,০৬১ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৬৬ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,৪৫,৬৮৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৫৬ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ২,১৫০ জনের প্রাণ।

বুধবার তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,০৬১ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫,০৯৩ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭২,১৩৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৫,৬৮৩ জন। তেলেঙ্গানায় মঙ্গলবার সারাদিনে ৮২ হাজারের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে।

# লাগবে না টাকা, মহারাষ্ট্রে ১৮-৪৪ বছরের মধ্যে সকলকে বিনামূল্যে টিকা

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেই বিনামূল্যে পাবেন করোনাভাইরাসের টিকা। মহারাষ্ট্রে ১৮ থেকে ৪৪ বছর যাঁদের বয়স, তাঁদের টিকা নেওয়ার জন্য দিতে হবে না কোনও টাকা। বুধবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উদ্ধব ঠাকরে সরকার। মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রীর দফতর (সিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, 'বুধবার মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ১৮-৪৪ বছরের মধ্যে মহারাষ্ট্র সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হবে।

পাশাপাশি এদিন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে জানিয়েছেন, ১ মে থেকে শুরু হবে না টিকাকরণ। রাজেশ টোপে জানিয়েছেন, '৬ মাসের মধ্যে টিকাকরণের লক্ষ্য নিয়েছি আমরা, প্রতি মাসে ২ কোটি টিকার ডোজ প্রয়োজন আমাদের। কিন্তু, যত পরিমান টিকা আমাদের প্রয়োজন ততটা পাচ্ছি না।' রাজেশ টোপে আরও জানিয়েছেন, 'মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বর্তমান কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ আরও ১৫ দিনের জন্য বাড়ানো হোক।'

## সহায়তা

● আটের পাতার পর

সম্পাদক প্রণব সরকার, ইউনিয়নের সদস্য দেবাশিষ ভট্টাচার্য (সেবক)। উল্লেখ্য, জার্নালিস্ট ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি গৌতম কর ভৌমিক দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে তাঁর একটা বড় অপারেশনের প্রয়োজন। এই অর্থ সাহায্য করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ধন্যবাদ জানিয়েছে।

## আদায়

● প্রথম পাতার পর

থেকে ২৭ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত কোভিড সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গের জন্য ৬১ লক্ষ ৭৫০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। কোভিড পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্যে কোভিড বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার কারণে ৪৬, ৩১১ জনের কাছ থেকে ৮৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মুখ্যসচিবের কার্যালয় থেকে এক প্রেস রিলিজে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

## খাদ্যমন্ত্রীর বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

মানুষ যেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেজন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে পরিযায়ী শ্রমিকরা যারা এন এফ এস-র আওতাভূক্ত রয়েছেন তারা রেশন সামগ্রী তোলার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না। রাজ্যের শ্রমিকরা যারা বর্হিরাজ্যে কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা হবেনা বলে খাদ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

## সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড-এ থাকবে ১০,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার, বো' পদক, শংসাপত্র এবং পছন্দের পোস্টিং। তাছাড়া পুরস্কার প্রাপ্তদের সচিত্র তালিকা টি এস ই সি এল-এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে এবং নিগম-এর বিভিন্ন অফিসে টাঙানো থাকবে। প্রতিটি শ্রেণীতে ১২টি পুরস্কার থাকবে এগজিকিউটিভ কর্মচারীদের জন্য এবং ২০টি পুরস্কার থাকবে নন এগজিকিউটিভ কর্মচারীদের জন্য। তাছাড়া, কর্মচারীদের নেত'ত্ব, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ৪টি এম ডি পুরস্কার দেওয়া হবে।

## ভারতে

● প্রথম পাতার পর

৬১ হাজার ১৬২ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৪৮,১৭,৩৭১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮২.৩৩ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৬০,৯৬০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭৯,৯৭,২৬৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,২৯৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,০১,১৮৭ জন (১.১২ শতাংশ)। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭০৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৬৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৫,৫৬,১৮২ জনকে।

## নিয়েছেন

● প্রথম পাতার পর

৬২ হাজার ৪২ জন প্রথমসারির কর্মীদের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে টিকাকরণের গড় হার ৯৫.৫ শতাংশ। সেইসঙ্গে রাজ্যের ৫০ হাজার ৭৫ জন প্রথমসারির কর্মীদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে টিকাকরণের গড় হার ৮০.৭ শতাংশ। তিনি জানান, ১ মার্চ থেকে কোভিড-১৯ টিকাকরণের ত'তীয় পর্যায়ে ৬০ বছর বয়সের উপর ব্যক্তি এবং ৪৫ বছর বয়স থেকে ৫৯ বছর বয়সের নাগরিক যারা নির্দিষ্ট রোগে (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক চিহ্নিত রোগ সমূহ)আক্রান্তদের টিকাকরণের আওতায় আনা হয়। ১ এপ্রিল থেকে রাজ্যে ৪৫ বছরের ঊর্ধে সমস্ত নাগরিকদের টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মিশন অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮১ জন ৬০ বছর ঊর্ধে নাগরিকদের কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে টিকাকরণের গড় হার ৭৬.১ শতাংশ। সেইসঙ্গে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৭৩ জন ৪৫ বছর বয়স থেকে ৫৯ বছর বয়সের নাগরিকদের টিকা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত টিকাকরণের গড় হার ৫৫.৯ শতাংশ। তিনি জানান, ১ মে থেকে কোভিড-১৯ টিকা সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। তবে পূর্ব নির্দেশিকা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্যকে বিনামূল্যে টিকা সরবরাহ করবে। নতুন নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যকে টিকা ক্রয় করতে হবে।

তিনি জানান, রাজ্যে ১৮ বছর থেকে ৪৪ বছর বয়সের নাগরিকদের টিকাকরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন ক্রয় করবে। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে রাজ্যে ১৮ বছর থেকে ৪৪ বছর বয়সের নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। তিনি জানান, বর্তমানে ৯৪৮ টি টিকাকরণ কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হচ্ছে। সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, রাজ্য হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাব-সেন্টার, সি এ পি এফ ক্যাম্প ও আই এল এস হাসপাতালে টিকা দেওয়া হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মিশন অধিকর্তা জানিয়েছেন, রাজ্যে এমন অনেক প্রথমসারির কর্মী, বিশেষ করে আধা সামরিক বাহিনী (সি.এ.পি.এফ)-এর কর্মী এবং ৪৫ বছরের উর্ধের নাগরিকগণ রয়েছেন যাঁরা কো-ভ্যাকসিন-এর প্রথম ডোজ বহি:রাজ্য থেকে গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে বিভিন্ন কারনে ত্রিপুরায় রয়েছেন। এই সুবিধাভোগীদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার জন্যে এক বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। এই অনুসারে বিশেষ অনুরোধে কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কো-ভ্যাকসিন আনা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা সরকার- এর তরফ থেকে ৫ মে, ২০২১ রাজ্যের বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুবিধাভোগীরা উল্লেখিত দিনে টিকা নেওয়ার জন্যে এখন থেকেই cowin.gov.in এ নিজেদের নাম নথিভূক্ত করতে পারেন। যদি নাম নথিভূক্ত করতে কারও অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে তাঁরা সরাসরি নিম্নলিখিত কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্রে কো-ভ্যাকসিন-এর দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করতে পারেন। তিনি জানান, আগামী ৫ মে কো-ভ্যাকসিন নেওয়ার কেন্দ্রগুলি হল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আই এম এ হাউস কনফারেন্স হল (পশ্চিম, সিপাহীজলা ও খোয়াই জেলার জন্য), উত্তর ত্রিপুরা জেলার পদ্মপুর ইউ পি এইচ সি সি ভি সি (উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলার জন্য), ধলাই জেলার আমবাসা পি এইচ সি সি ভি সি, গোমতী জেলার উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারস্থিত জেলা হাসপাতাল।

## আহত ৪

● প্রথম পাতার পর

মিনিট-এ ৩.৬, নগাঁও-তে ১০টা ৫ মিনিট-এ ৩.২ এবং পুণরায় শোনিতপুর-এ ১০টা ৩৯ মিনিট-এ ৩.৪ রিখটার স্কেল-এ তীব্রতা রেকর্ড করা হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত, আজ অসম-এ কয়েক দফায় পরবর্তী কম্পন রীতিমত চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

অসম-র অর্থ মন্ত্রী ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক টুইট বার্তায় ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন। সাথে তিনি এক ভিডিও প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ধেকিয়াজুলি-র নারায়নপুর এলাকায় ধানের জমি-তে ভূমিকম্পে মাটি ফেটে ভূগর্ভ থেকে জল বের হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ তাতে কিছুটা আতঙ্কে রয়েছেন। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসম-র সামগ্রিক পরিস্থিতি-র খোজ খবর নিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, অসম-র মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল-র সাথে ভূমিকম্প-র ফলে উতন্ন সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছি এবং সমস্ত রকম সহায়তা-র আশ্বাস দিয়েছি। সাথে তিনি অসম বাসী-র মঙ্গল কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, ডোনার মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং এবং নীতি আয়োগ-র ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার অসম-র মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

## ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

ঘটে এই শ্লীলতাহানির ঘটনা। সংবাদ সূত্রে জানা যায় এই নাবালক ছেলেটি এর আগেও বেশ কয়েকবার এই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কয়েক বার সামাজিক ভাবে বিষয়টি নিয়ে মীমাংসার জন্য সালিশি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে শ্লীলতাহানির শিকার নাবালিকাটির মা বাবা নেই- অনাথ।অনাথ বলে মেয়েটি দিদার বাড়িতে থাকতো। প্রতিদিনকার মতো আজ সকাল আনুমানিক ৬টা ৩০মিনিটে দিদা কাজে বেড়িয়ে গেলে অভিযুক্ত নাবালক চুপি চুপি ঘুমন্ত নাবালিকাকে ঝাপটে ধরার চেষ্টা করলে নাবালিকা চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করলে অভিযুক্ত নাবালক নাবালিকার মুখ চেপে ধরে রাখে। ভাগ্নির ঘোঙড়ানি শুনে মামা সজাগ হয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং অভিযুক্ত নাবালককে আটকে রেখে ,নাবালকের অভিভাবক সহ রাঙামাটি গ্রামের প্রধানের নজরে নিয়ে উদয়পুর মহিলা থানায় খবর দেওয়া হয়।

ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালক ছেলেটিকে উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ আটক করে এবং আর কে পুর থানার মহিলা থানায় নিয়ে যায়।। শ্লীলতাহানীর ঘটনাটি ঘটে উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব গকুলপুর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা পূর্ব গকুলপুর রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ উদয়পুর মহকুমায়। শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা নাবালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন।

## সক্রিয় ৯০৪

● প্রথম পাতার পর

সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত আছেন। তাঁর কথায়, টিকাকরণ-র প্রভাবে প্রবীণ নাগরিক-রা করোনা আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে তুলনামূলক রেহাই পেয়েছেন। কিন্ত, অল্প বয়সী-দের টিকাকরণ হয়নি, তাই তারা বেশি মাত্রায় করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এমনকি, বিভিন্ন কারণে ওই বয়সের নাগরিক-রা বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন, অনেকের সাথে মেলামেশা করছেন। তাই, তারা দ্বিতীয় বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হচ্ছেন, বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক ৬৬৫ জন করোনা আক্রান্তের ১০ বছরের কম বয়সের ১.৯৫ শতাংশ, ১০ থেকে ২০ বছর বয়সের ৫.৫৬ শতাংশ, ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের ২৭.৩৩ শতাংশ, ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সের ২৩.৪৬ শতাংশ, ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের ১৪.৭৪ শতাংশ, ৫০ থেকে ৬০ বছর বয়সের ১৪.৫৯ শতাংশ, ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সের ৮.১২ শতাংশ এবং ৭০-৮০ বছর বয়সের নাগরিকদের ৩.৪৬ শতাংশ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের নাগরিকদের ৫০.৭৯ শতাংশ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তেমনি, করোনা-র প্রথম ঢেউ-এ যারা সুরক্ষিত ছিলে, তারাও এবার আক্রান্ত হচ্ছে। ১০ বছর পর্যন্ত শিশুদের ১.৯৫ শতাংশ করোনা আক্রান্তের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

## উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীর মধ্যে যে কেউকে দিয়ে দিলে উনারা লালন পালন করতো। এখন দেখার বিষয় সদ্যজাত শিশুটির কোনোপ্রকার পরিচয় জানাজায়কিনা।

# ক্রীড়াঙ্গন

## সানরাইজার্সকে হারিয়ে ফের লিগ শীর্ষে চেন্নাই

নয়াদিল্লি: ফিরোজ শাহ কোটলায় ব্যাটসম্যানদের বাজিমাত। ব্যাটিং দাপটে অবশ্য সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে টেক্কা দিল চেন্নাই সুপার কিংস। হায়দরাবাদকে সাত উইকেটে হারিয়ে ফের লিগ টেবলে এক নম্বরে উঠে এল চেন্নাই। পাঁচ ম্যাচে টানা জয় ধোনিবিগ্রেডের। আর ছ" ম্যাচে একটি মাত্র জিতে লিগ টেবলে "লাস্ট বয়" হয়ে থাকল সানরাইজার্স।

প্রথম ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হেরে ২০২১ আইপিএল শুরু করেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু তার পর থেকে চেনা ছন্দে ধোনি অ্যান্ড কোং। আগের ম্যাচে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে হেলায় হারানোর পর বুধবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে সাত উইকেটে হারিয়ে প্লে-অফের রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে গেল সুপার কিংস।

ফিরোজ শাহ কোটলায় ১৭২ রান তাড়া করতে নেমে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতে নিল সুপার কিংস। ওপেনিং জুটিতেই বাজিমাত করল ধোনির দল। রুতুরাজ গায়কোয়াড ও ফ্যফ ডু"প্লেসি ওপেনিং জুটিতে ১৩ ওভারে ১২৯ রান যোগ করে চেন্নাইকে জয়ের পথে এগিয়ে দেন। ৪৪ বলে ৭৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে রশিদ খানের বলে আউট হন। ইনিংসে ১২টি বাউন্ডারি মারেন তরুণ এই ওপেনার।

হাফ-সেঞ্চুরি করে দুরন্ত ফর্মে থাকা ডু"প্লেসিসও। ৩৮ বলের ইনিংসে একটি ছয় ও হাফ-ডজন বাউন্ডারি মারেন তিনি। ডু"প্লেসিস যখন আউট হন, তখন জয়ের দোরগোরায় পৌঁছে গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। বাকি কাজটা করেন সুরেশ রায়না। ১৫ বলে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতান এই বাঁ-হাতি। ৭ রানে অপরাজিত থাকেন রবীন্দ্র জাদেজা।

এর আগে প্রথম ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১৭১ রান তুলেছিল ডেভিড ওয়ার্নারের দল। শুরুটা ভালো না-হলেও দু" ম্যাচ পর দলে ফেরা মনীশ পান্ডে ও ক্যাপ্টেন ওয়ার্নারের ব্যাটে ম্যাচে ফিরেছিল সানরাইজার্স। জনি বেয়ারস্টোর ব্যক্তিগত ৭ রানে চতুর্থ ওভারে স্যাম কারেনের বলে ডাগ-আউটে ফেরেন।

কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে ওয়ার্নার ও মনীশ জুটি ১০৬ রান যোগ করে সানরাইজার্সকে বড় রানের পথে এগিয়ে দেন। ব্যাট হাতে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন ওয়ার্নার।

ইনিংসের ১৮তম ওভারের ব্যক্তিগত ৫৭ রানে আউট হন ওয়ার্নার। ৫৫ বলের ইনিংসে তিনটি বাউন্ডারি ও দু"টি ওভার বাউন্ডারি মারেন তিনি। এরপর দলকে এগিয়ে নিয়ে যান মনীশ। ৪৬ বলে পাঁচটি চার ও একটি ছক্কা-সহ ৬১ রান করেন মনীশ। দু" ম্যাচ বাইরে থাকার পর এদিন দলে ফিরেই সর্বোচ্চ স্কোর করেন মনীশ। এর পর কেন উইলিয়ামসন ও কেদার যাদবের ঝোড়ো ব্যাটিং সানরাইজার্সকে বড় রানে পৌঁছে দেয়। মাত্র ১০ বল খেলে একটি ছয় ও চারটি বাউন্ডারি মেরে ২৬ রানের অপরাজিত থাকেন উইলিয়ামসন।

### চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেমিফাইনালে রিয়ালের চেয়েও সুবিধাজনক জায়গায় চেলসি

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে আজ রাতে ঘরের মাঠে প্যারিস সাঁ জাঁ-র বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। গতকাল প্রথম সেমিফাইনালের প্রথম পর্বের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় চেলসি।সেমিফাইনালে অ্যাওয়ে ম্যাচ ছিল চেলসির। বৃষ্টিভেজা সেমিফাইনালে পিছিয়ে পড়ে ঘরের মাঠেড্র রাখতে সক্ষম হয়েছেলা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ। শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপায় চেলসি।১৪ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক। তিনিই হলেন প্রথম মার্কিন ফুটবলার যিনি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে গোল করলেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটি তাঁর পঞ্চম গোল। মার্কিন হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বাধিক গোলের নিরিখে তিনি টপকে গেলেন দামার্কাস বিসলের রেকর্ড। যে দক্ষতার সঙ্গে ২২ বছরের পুলিসিক বল জালে জড়ান তার প্রশংসা করেছেন চেলসি অধিনায়ক থেকে শুরু করে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ২০০৫ সালে বিসলের পর এই প্রথম কোনও মার্কিন ফুটবলারকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে খেলতে দেখা যাচ্ছে যদিও এই গোলের সুবাদে ম্যাচ জিততে পারেনি চেলসি। ২৯ মিনিটে করিম বেঞ্জেমার গোলে সমতা ফেরায় রিয়াল।শেষ ১৪টিম্যাচে এটি বেঞ্জেমার ১৩তম গোল। মাদ্রিদের ঘরের মাঠে শেষ ১৭টি ম্যাচে ষোড়শ গোল পেলেন বেঞ্জেমা।অ্যাওয়ে ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ গোল পাওয়ার পাশাপাশি দলের খেলায় খুশি চেলসি কোচ টমাস তুচেল। তিনি বলেন, প্রথমার্ধেই আমরা যেভাবে আক্রমণাত্মক খেলে বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলাম তাতে প্রথমার্ধের গোলেই আমাদের জিতে যাওয়ার কথা। চান্স বা হাফ চান্সগুলোকে গোলে রূপান্তরিত করা উচিতও ছিল।ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী রিয়াল কোচ জিনেদিন জিদানও।

## প্যারিস ছেড়ে ফের অন্য কোনও ক্লাবের জার্সি পরতে চললেন নেমার?

**কলকাতা, ২৯ এপ্রিল।।** এখনও তিনি প্যারিস সাঁ জারমাঁর সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করেননি। যা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তা হলে কি প্যারিস ছেড়ে ফের অন্য কোনও ক্লাবের জার্সি পরতে চললেন নেমার? ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মহারণে নামার আগের দিন নেমার অবশ্য সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। বলে দিলেন, এই মরসুমটা পিসজিতে সব চেয়ে আনন্দে কাটাচ্ছেন তিনি। "এ বছর পিএসজি দারুণ উন্নতি করেছে। আমরা উন্নতি করার জন্য প্রচুর খেটেছি," বলছেন ২৯ বছরের ব্রাজিলীয় তারকা। যোগ করছেন, "আমি সত্যিই খুব খুশি। এই মরসুমটা আমার কাছে সব চেয়ে আনন্দের। আমরা সত্যিই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে মরিয়া।" আজ, বুধবার, প্যারিসে নিজেদের ঘরের মাঠে নেমার-এমবাপেরা সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে মুখোমুখি পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সাতটি ম্যাচে ছয় গোল করেছেন নেমার। সব মিলিয়ে গোটা মরসুমে সমস্ত প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পিএসজির হয়ে তিনি ২৪ ম্যাচে করেছেন ১৪ গোল।পিএসজি-র জোড়া ফলা নেমার-এমবাপেকে ফের দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ফুটবল বিশ্ব। এমনই আকর্ষণ তাঁদের যে, গুয়ার্দিওলা পর্যন্ত বলেছেন, "কাল রাতে আমি ভাল করে ঘুমনোর চেষ্টা করছিলাম। আমি ঘুমোতে পারলাম তখনই, যখন ওদের দুই ফুটবলারকে নিয়ে ভাবছিলাম না।" এমনিতে পেপ তাঁর দলকে একটাই মন্ত্র দিচ্ছেন মহারণের আগে। "চাপ উপভোগ করো," বলছেন তিনি। ব্যাখ্যা করেছেন, "বারবার এই টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে যেতে পারছিলাম না। এতদিনে বাধা কাটিয়ে উঠেছি। এ বার লড়াই অনেক কঠিন। ওদের আটকাতে হবে দলগত ভাবে। এ ছাড়া রাস্তা নেই। ছেলেদের বলেছি, চাপ উপভোগ করতে।" পেপ যেমন প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন পিএসজিকে, তেমনই ম্যাঞ্চেস্টার সিটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত নেমারদের কোচ। মৌরিসিয়ো পচেত্তিনো বলছেন, "ওরা বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। বিশ্বসেরা কোচ ম্যান সিটির সম্পদ। তবে সত্যিই জানি না বায়ার্ন মিউনিখের থেকেও ওদের হারানো কঠিন কি না। আমার কাছে আসল ব্যাপার, ১৮০ মিনিট (দুই পর্ব মিলিয়ে) কারা সেরা ফুটবলটা খেলছে। ছেলেদের বলেছি মাথা ঠান্ডা রাখতে।" পিএসজি ভক্তদের জন্য সুখবর, এমবাপে এখন সুস্থ। ফরাসি লিগে মেতজের বিরুদ্ধে তিনি উরুতে চোট পান। যা সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি করেছিল। পচেত্তিনো এ দিন জানিয়ে দিয়েছেন, এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আট গোল করা এমবাপেকে খেলতে দেখা যাবে ম্যান সিটির বিরুদ্ধে।গুয়ার্দিওলা আবার জানাচ্ছেন, সেমিফাইনাল বা ফাইনালের চাপ উপভোগ করার তত্ত্বটা তাঁর মনে গেঁথে দিয়েছিলেন কিংবদন্তি ক্রুয়েফ। তবে এ বার যাবতীয় চাপের মূলে যে ব্রাজিলীয় মহাতারকা নেমার, তা-ও তাঁর কথাতে স্পষ্ট। "ওকে প্রথম দেখি স্যান্টোসে। তখন বয়স মাত্র ১৯। দেখেই বুঝেছিলাম ছেলেটা ভবিষ্যতের নায়ক হতে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত স্পেনে খেললে বার্সেলোনাকে ও আরও দু'তিনটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দিত। আর ব্রাজিল জাতীয় দলে নেমার পরে দশ নম্বর জার্সিটা। কে না জানে, ওখানে এই জার্সির ওজন কত," বলেছেন পেপ।তাঁর দলের ফিল ফডেন উঠে আসছেন নবাগত প্রতিভা হিসেবে। কলকাতায় যুব বিশ্বকাপ খেলে যাওয়া ফডেনের সঙ্গে অবশ্য এমবাপের তুলনা করতে চাইলেন না পেপ। বললেন, "দু'জনেরই বয়স কম। দু'জনই অসাধারণ প্রতিভা। ওদের পায়ে অবিশ্বাস্য কাজ। কিন্তু মাঠের দু'জায়গার ফুটবলারদের তুলনা করা কঠিন। এমবাপে স্ট্রাইকার। ফডেন খেলে মাঝমাঠে। এমবাপের মতো ফুটবলারকে পেয়ে পিএসজির খুবই খুশি হওয়ার কথা। আর ফডেনকে পেয়ে আমরা কতটা খুশি, বোঝাতে পারব না।

## ভারতে যেভাবে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে তাতে টি ২০ বিশ্বকাপ সরতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে

**নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল।।** ভারতে যেভাবে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে তাতে টি ২০ বিশ্বকাপ সরতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। এমন জল্পনার মধ্যেই একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা ভারত থেকে সরে গেল দুবাইয়ে।এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসার কথা ছিল দিল্লিতে। রাজধানীর ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মে মাসের ২১ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি চলার কথা ছিল। যদিও তা আজই দুবাইয়ে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বক্সিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে আসার বিষয়ে যে বিধিনিষেধ জারি হয়েছে বা আগামী দিনে আরও হতে পারে, এমনকী কিছু দেশের সঙ্গে ভারতের বিমান চলাচল বন্ধও হয়েছে, সে সব কথা মাথায় রেখেই এশিয়ান বক্সিং কনফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা করেই এই পদক্ষেপ। পুরুষ ও মহিলা বক্সারদের নিয়ে এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ দুবাইতেই অনুষ্ঠিত হবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী বক্সিং ফেডারেশনের সঙ্গে যৌথভাবে বক্সিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করবে বিএফএ-র প্রেসিডেন্ট অজয় সিং বলেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল। তবে না নিয়েও উপায় ছিল না। আমরা দিল্লিতে এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করতে তৈরি হচ্ছিলাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সরাতে বাধ্য হলাম। বক্সারদের সুরক্ষার বিষয়টিকে আগ্রাধিকার দিয়েই এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, ২১ মে শুরু হলেও দুবাইয়ে প্রতিযোগিতাটি চলবে ১ জুন অবধি। এমসি মেরি কম ৫১ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে ভারতের পুরুষ বক্সারদের নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি।এদিকে, মে মাসের ১ ও ২ তারিখ পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্স রিলে। টোকিও অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জনে এই প্রতিযোগিতার দিকে তাকিয়ে হিমা দাস, দ্যুতি চাঁদের মতো তারকা অ্যাথলিটরা। পোল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ নেই।

## নতুন ভুমিকার কোহলীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন ব্যাঙ্গালোরের প্রশিক্ষক সাইমন ক্যাটিচ

**চেন্নাই, ২৮ এপ্রিল।।** এই মুহূর্তে ক্রিকেট সফরের মধ্য গগনে রয়েছেন বিরাট কোহলী। বয়স মাত্র ৩২। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর এখনও অনেক সাফল্য অর্জন করার আছে। যদিও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের প্রশিক্ষক সাইমন ক্যাটিচ মনে করেন 'কিং কোহলী' ভবিষ্যতে কোচিং করালে সেখানেও সফল হবেন। গত আইপিএল থেকে দেবদত্ত পাড়িক্কলকে নিজে হাতে গড়ে তুলেছেন ভারত অধিনায়ক। সেটা খুব কাছ থেকে দেখার পরেই এমন মন্তব্য করলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান।একটি বিদেশি সংবাদ মাধ্যমকে ক্যাটিচ বলেছেন, "বিরাট ইতিমধ্যেই অনেক সম্মান অর্জন করেছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ও ভারতীয় দলকে আরও অনেক সাফল্য এনে দেবে। কঠিন পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য বিরাট সবার মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। তাই আমার ধারণা ও কোচ হিসেবেও দারুণ কাজ করবে। কারণ সিনিয়র থেকে জুনিয়র সবাই ওর কথা খুব মন দিয়ে শোনে।এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পাড়িক্কলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন ক্যাটিচ। গত মরসুমে আরসিবিতে সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই বিরাটের কাছাকাছি থাকতে শুরু করেন কর্নাটকের এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। অনুশীলন থেকে শুরু করে ম্যাচের মাঝে দেবদত্তকে সবসময় আগলে রাখেন কোহলী। এর প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যাচ্ছে। গত বছর ১৫ ম্যাচে ৪৭৪ রান করেছিলেন এই তরুণ। এ বারের আইপিএল-এ এখনও পর্যন্ত ৫ ম্যাচে ৪৭ গড় নিয়ে ১৮৮ রান করে ফেলেছেন পাড়িক্কল। এর মধ্যে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০১ রান রয়েছে।সাইমন বলেন, "বিরাট নিজের সব অভিজ্ঞতা পাড়িক্কলকে উজাড় করে দিয়েছে। সেটা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। ছেলেটা শারীরিক ও মানসিক ভাবে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

## কলকাতায় করোনা নিয়ে উদ্বেগ অতনু, দীপিকার

**কলকাতা, ২৮ এপ্রিল।।** তিরন্দাজি বিশ্বকাপ থেকে ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে স্ত্রী দীপিকা কুমারির সঙ্গে তিনিও সোনা জিতেছেন। বঙ্গসন্তান অতনু দাসের বিশ্বকাপ থেকে এটিই প্রথম পদক। সব মিলিয়ে ভারতীয় তিরন্দাজিতে নজির গড়েছেন এই তারকা তিরন্দাজ দম্পতি। কিন্তু তার পরেও আনন্দ করতে পারছেন না দীপিকা বা অতনু কেউই।মঙ্গলবার রাতে গুয়াতেমালা সিটিতে যখন এই দম্পতিকে ফোনে যোগাযোগ করা হয়, তখন অতনু ও দীপিকা হোটেল ছেড়ে বেরোচ্ছেন। গন্তব্য বিমানবন্দর। তখনও জানেন না, আকাশপথে ১৬,৬৬৭ কিমি পাড়ি দিয়ে ভারতে আসতে পারবেন কি না।দীপিকা বললেন, "কলকাতা থেকে খারাপ খবর পাচ্ছি। করোনা সংক্রমণে পরিচিত অনেকেরই আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়েছি। পদক জয়ের আনন্দ এখন মাথায় নেই। কলকাতার কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অতনু বলেন, "হোটেল থেকে বের হলাম। কিন্তু জানি না শেষ পর্যন্ত কোথায় আটকে যাব। আমাদের কাগজপত্র সব ঠিক আছে। প্রথমে গুয়াতেমালা সিটি থেকে যেতে হবে পানামা। সেখান থেকে আবার উড়ান পরিবর্তন করে যেতে হবে প্যারিস। সেখান থেকে ফের উড়ান বদলে যাব বেঙ্গালুরু। সেখান থেকে শুক্রবার রাতে পুণেয় শিবিরে ফিরব।" তিরন্দাজির বিশ্বজয়ী বঙ্গসন্তান এ বার জানতে চান, "আমাদের বাংলার করোনা পরিস্থিতি কেমন? সোশ্যাল মিডিয়ায় যা খবর পাচ্ছি, তা ভয়াবহ লাগছে। আমার বাড়িতে বাবা-মা বয়স্ক। তাঁরা এখনও পর্যন্ত সুস্থই রয়েছেন। কিন্তু এই বিপদে কলকাতার বাড়িতেই যেতে পারব না। তাই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপ থেকে সোনা নিয়ে ফিরেও। সোমবার যখন ব্যক্তিগত রিকার্ভ বিভাগের ফাইনালে ৬-৪ ফলে স্পেনের তিরন্দাজ ড্যানিয়েল কাস্ত্রোকে হারিয়ে তিরন্দাজির বিশ্বকাপ থেকে সোনার পদক জিতলেন, তখনকার অনুভূতি কেমন ছিল? এ বার আবেগে ভেসে যান অতনু। বলেন, "সে দিন সকালেই দীপিকাদের মহিলা ভারতীয় তিরন্দাজ দল রিকার্ভ ইভেন্টে সোনা জিতেছিল। তার কিছু পরেই দীপিকা রিকার্ভে ব্যক্তিগত ইভেন্টের সেমিফাইনালেও জিতে যায়। আমার মনের ভিতর তখন উথাল-পাতাল চলছিল। মনে হচ্ছিল, সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থা থেকে আমাকে মানসিক চাপমুক্ত করে দীপিকাই। ও আমাকে বলে, এত দিন পরিশ্রম করেছ। আজ তার ফল তোলার পালা। চাপমুক্ত হও। ফাইনালে তুমিই জিতবে।" অতনু যোগ করেন, "এতেই আমি মানসিক ভাবে চাঙ্গা হয়ে যাই। তার পরে নিজের সেরা ছন্দে তির ছুড়েছি। বাকিটা ইতিহাস।

## আইপিএল থেকে মাঝপথেই বিদায় নিয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা

**মুম্বাই, ২৮ এপ্রিল।।** আইপিএল থেকে মাঝপথেই বিদায় নিয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা। অস্ট্রেলিয়ার ৩ ক্রিকেটারের মধ্যে তিনি একজন ক্রিকেটার যিনি মাঝপথেই আইপিএল থেকে বেরিয়ে যান। আইপিএল-এর জৈব সুরক্ষা বলয় দুর্বল বলেই মত তাঁর। জাম্পা বলেন, "ভারতে করোনা পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। দলে সুযোগ পাচ্ছিলাম না আমি। শুধু অনুশীলন করছিলাম। বিমান বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। জৈব সুরক্ষা বলয়ের চাপ ছিল। আমার মনে হল এটাই সেরা সময় নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার।ভারতের জৈব সুরক্ষা বলয় নিয়ে খুশি নন জাম্পা। তিনি বলেন, "বেশ কিছু সুরক্ষা বলয়ে থেকেছি তবে এ বারেরটাই সব চেয়ে দুর্বল। ভারতে আসার আগে আমাদের স্বচ্ছতার বিষয় মাথায় রাখতে বলা হয়। এ বার অতিরিক্ত সচেতন থাকতে হচ্ছিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অনেক সুরক্ষিত ছিলাম আমরা। আমার মতে এ বারেও ওখানে হলেই ভাল হতো। তবে রাজনৈতিক ব্যাপারও থাকে। টি২০ বিশ্বকাপও হবে এখানে। ক্রিকেট বিশ্বে পরবর্তী আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে ওটাই। ৬ মাস দেরি আছে যদিও।"জাম্পার মতে যাঁর পরিবারের লোক মৃত্যুশয্যায়, তিনি ক্রিকেট নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার বলেন, "অনেকে বলছে ক্রিকেট মানুষকে আনন্দ দেবে। যার বাড়ির লোক মৃত্যুশয্যায়, সে ক্রিকেট নিয়ে ভাববেই না।

**PRESS NOTICE INVITING TENDER**

Sealed tender is hereby invited by the undersigned during the FY 2021-22 oil behalf of the Government of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual / Fishery Based SHGs / MSS ltd.) of Poangbari R.D. Block under Sabroo:n Sub-Division producing available quantity of Major Carp fingerling in their own / leased out water bodies for Supply of Major Carp Fish Fingerlings (7 cm and above size) in different GP/VCs under the aforesaid Block during the FY 2021-22. The dropping of tender will be eligible for .the permanent residents within Poangbari R.D. Block area only under Sabroom S113.-Dision. The interested tenderers/ bidders may contact with the office of the utdersigned upto 3.00 PM of the date 05/05/2021 during office working period for collection of tender form and detail terms and condition. The last date of submission of the tender is. 11/05/2021 during office working period up to 2.00 PM

( Ajoy Das.)
T.F.F.S.,Gr-1
Superintendent of Fisheries
Sabroom, South Tripura.

ICA-C-235/2021-22

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe T No :03/EE/DWS/AGT-II/2021-22**

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites on behalf of the Government of Tripura the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector. up to 3:00 PM on 17/05/2021 for the work following work:

| SL. NO. | NAME OF WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIe-T No.- 07/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 2. | DNIe-T No.- 08/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 3. | DNIe-T No.- 09/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 90 days | Appropriate Class |
| 4. | DNIe-T No.- 10/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 5. | DNIe-T No.- 11/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 6. | DNIe-T No.- 12/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 7. | DNIe-T No.- 13/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 8. | DNIe-T No.- 14/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 9. | DNIe-T No.- 15/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 90 days | Appropriate Class |
| 10. | DNIe-T No.- 16/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 11. | DNIe-T No.- 17/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 12. | DNIe-T No.- 18/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/ 2021-22 | ₹ 66,55,718.00 | ₹ 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |

➤ **Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 26/04/2021 at 17.00 hours.**
➤ **Last date and Time for Document Downloading and Bidding-17/05/2021 up to 15.00 hours.**
➤ **Date and Time for Opening of Bid- 17/05/2021 at 16.00 hours (If Possible).**
➤ **This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in**

**For and on behalf 4 of the Governor of Tripura**

**(Er. .A. Debnath)**
**Executive Engineer**
**DWS Division, Agt-II, Agartala.**

**ICA-C-227/2021-22**

**PNIe-T No: - 17/EE/DWS/DIVNAMP/2021-22 Date: 26-04-2021**
**e-Tender in single bid system are invited for the following work:-**

| Sl. No. | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money | Tender Fee | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIeT No:01/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22 | ₹1,40,37,097.21 | ₹1,40,371.00 | ₹2,500.00 | 160 (One Hundred sixty) Days |
| 2 | DNIeT No:02/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22 | ₹1,40,37,097.21 | ₹1,40,371.00 | ₹2,500.00 | |
| 3 | DNIeT No:03/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22 | ₹1,40,37,097.21 | ₹1,40,371.00 | ₹2,500.00 | |
| 4 | DNIeT No:04/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22 | ₹1,40,37,097.21 | ₹1,40,371.00 | ₹2,500.00 | |

**1. Deadline for online biding :- Up to 15.00 Hrs on 19-05-2021**
**2. Time & date of opening of online bid :- At 15.30 Hrs on 19-05-2021 if possible**
**3. Class of Bidder:- Appropriate Class / category as per NIe-T**
**4. Place for opening of online bid:- Office of the Executive Engineer,DWS Division Udaipur, Gomti District**
**5. Website for online biding:- *https://tripuratenders.gov.in***
All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website ***www.tripuratenders.gov.in***
For details please visit ***www.tripuratenders.gov.in*** **and for any query please contact:- 9774452561**

For and on behalf of Governor of Tripura

**(Er. Dibyendu Chakma)**
**Executive Engineer**
**DWS Division, Udaipur,**
**Gomati District, Tripura**

**ICA-C-220/2021-22**

লেইক চৌমুহনী বাজার স্থানান্তর করে আস্তাবল ময়দানে আনা হয়েছে। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

# দেশেই করোনা টিকা উৎপাদনে রাশিয়া ও চিনকে বিশেষ অনুমতি বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রকের

ঢাকা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : দেশেই মারণ ভাইরাসের টিকা উৎপাদন করতে রাশিয়া ও চিনকে বিশেষ অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রক। রাশিয়ার গামালিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও চিনের সিনোভ্যাককে করোনা টিকা উৎপাদনে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে দেশে কোন-কোন ওষুধ উৎপাদককারী সংস্থা ওই দুই দেশের করোনা টিকার উৎপাদন করবে, তা অবশ্য চূড়ান্ত হয়নি।

বুধবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিল অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শাহিদা আক্তার বলেন, 'টিকা উৎপাদনের জন্য যে টাকা খরচ হবে সেটা পরবর্তী অর্থনৈতিক কমিটিতে অনুমোদন দেওয়া হবে। যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশেই যাতে করোনার টিকা উৎপাদন করা যায়, সে বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে।'

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সাংবাদিকদের জানান, 'বিকল্প হিসেবে রাশিয়ার টিকা স্পুৎনিক-ভি ও চিনের 'সিনোভ্যাক' এর জন্য দুটি দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থা যারা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।' দেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ ও দৈনিক মৃত্যু অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৯৫৫ জন। যার ফলে মোট সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে সাত লক্ষ ৫৪ হাজার ৬১৪ জন। করোনার ছোবলে নতুন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৭৭ জন।

# মহারাষ্ট্রের থানে-তে হাসপাতালে আগুন, মৃত্যু ৪ জন রোগীর

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের হাসপাতালে ফের আগুন! ফের প্রাণহানি! এবার আগুন লাগল মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মুম্ব্রার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বুধবার ভোররাত ৩.৪০ মিনিট নাগাদ মুম্ব্রার প্রাইম ক্রিটিকেয়ার হাসপাতালে আগুন লাগে। প্রাইম ক্রিটিকেয়ার হাসপাতাল থেকে অন্য একটি হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যাওয়ার সময় ৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত রোগীদের নাম-ইয়াসমিন জাফর সাইয়েদ (৪৬), নবাব মজিদ শেখ (৪৭), হালিমা বাই সলমানি (৭০) এবং সোনাওয়ানে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। আহতদের দেওয়া হবে ১ লক্ষ টাকা করে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার ভোররাত ৩.৪০ মিনিট নাগাদ মুম্ব্রার কাউসায় প্রাইম ক্রিটিকেয়ার হাসপাতালে আগুন লাগে। এই হাসপাতালটি করোনা-রোগীদের জন্য নয়। অগ্নিকাণ্ডের সময় কমপক্ষে ২০ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকলে। এরইমধ্যে প্রাইম ক্রিটিকেয়ার হাসপাতাল থেকে অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া রোগীদের। অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় ৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পরে দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, হাসপাতালের মিটার রুমে আগুন লেগেছিল। সম্ভবত শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

# ভারতে ২৮.২৭-কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৮২.৩৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনায় জর্জরিত ভারতে ২৮.২৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১৭,২৩,৯১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৮,২৭,০৩,৭৮৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,২৩,৯১২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬০,৯৬০ জন।

ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধির সংখ্যা ৯৬,৫০৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৬১,১৬২ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,০১,১৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,২৯৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৪৮,১৭,৩৭১ জন (৮২.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৯৬,৫০৫ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২৯,৭৮,৭০৯ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৬.৫৫ শতাংশ)।

## প্রবীন সাংবাদিককে চিকিৎসার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** অসুস্থ প্রবীণ সাংবাদিক গৌতম কর ভৌমিকের চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করেছেন রাজ্যের শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। আজ তিনি প্রবীণ সাংবাদিক গৌতম কর ভৌমিকের বাড়িতে গিয়ে এই অর্থরাশি তাঁর হাতে তুলে দেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# তীব্র তাপদাহে পুড়ছে সারা রাজ্য, জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** তীব্র তাপদাহে পুড়ছে সারা রাজ্য। জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম। অনাবৃষ্টির ফলে জলস্তর প্রমোশন নিচে নেমে যাচ্ছে। পানীয় জলের উৎস গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম পাহাড়ের অবস্থা খুবই করুন। তাকে তীব্র জনসংখ্যা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে দীর্ঘ এক বছর যাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন দক্ষিন জোলাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামসুন্দর পাড়ার লোকজনেরা। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিন জোলাইবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের শ্যামসুন্দর পাড়ায় প্রায় ৪৪ পরিবারের লোকজনের বসবাস। এই এলাকার লোকজনেরা প্রায় একবছর যাবৎ পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। এলাকাবাসী রাস্তার পাশে গর্তকরে জলের ফাইভ লাইন ফাঁটিয়ে কোন প্রকারে জল সংগ্রহ করছে -এমনটাই লক্ষ্য করা গেছে। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় দীর্ঘ একবছর যাবৎ উনারা এই জল খেয়ে কোনোপ্রকার দিন কাটাচ্ছেন। জলগুলি আয়রনে পরিপূর্ন বলে জানান এলাকাবাসী। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন নেতা মাতব্বররা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেও সমস্যা সমাধানের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। তাই উনারা সংবাদমধ্যমের সামনে উনাদের কষ্টের কথা তুলে ধরেন। উনারা জানান সঠিকভাবে পানীয় জলের ব্যাবস্থা করে দিলে এলাকাবাসী খুবই উপকৃত হতেন। অবিলম্বে এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলে এলাকাবাসী আরো বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা আরও অভিযোগ করেন নির্বাচন এলেই নেতা মন্ত্রী বিধায়ক ও মাতব্বররা তাদের কাছে আসেন। ভোট দেবার জন্যে করে ভোট প্রার্থনা করেন। নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পরে ওইসব নেতা মাতব্বররা কেটে পড়েন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে কোন ধরনের খোঁজখবর নেন না বলে অভিযোগ। দক্ষিণ জেলার জোলাইবাড়ি এলাকার মানুষজন তাতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। অবিলম্বে এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তারাবৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেনএখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর সুবিধার্থে ডিডাব্লিউ এস দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিরা কি পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

# উদয়পুরে জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** আগরতলার সাব্রুম জাতীয় সড়কের উদয়পুর এলাকায় বেশ কিছু স্থানে জাতীয় সড়ক ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে। অবিলম্বে জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবি উঠেছে। অন্যতম বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।নব নির্মিত এন এইচ ৮ র আগরতলা উদয়পুর জাতীয় সড়কের বেশ কিছু অংশ নির্মাণের এক বছর না যেতেই নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে।উদয়পুর কলেজ রোড থেকে শুরু করে বড়ব্রীজ, রাজারবাগ পঞ্চায়েত ,মোটর স্ট্যান্ড ,রমেশ চৌমুনী সহ বহু এলাকায় জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত তৈরী হয়েছে। যানবাহন চালক ও পথচারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয় সড়ক।কোন কোন অংশে বিটুমিন উপরের দিকে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। ফলে দিনে ও রাতে ঘটছে মান দুর্ঘটনা।যান বাহন চলাচলে বাধা দূর করা সহ জাতীয় সড়ক দ্রুত সংস্কার করার দাবি জানিয়ে বুধবার সিপিআই(এম এল)ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পার্থ কর্মকার গোমতী জেলার জেলা শাসকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। অভিযোগে বলা হয় দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই জাতীয় সড়কে ক্ষত তৈরী হয়েছে। জেলা শাসক যেন অতিসত্বর জাতীয় সড়ক মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দুর্দশা নিরসনের জন্য সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

# করোণ পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট, বক্সনগরে এগিয়ে এল বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** করোণ পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। রক্তদানের তেমন কোনো উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এই সংকটময় মুহূর্তে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে যুব মোর্চা। বক্সনগর মন্ডল আয়োজিত রক্তদান শিবিরে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।রাজ্যের বর্তমান রক্ত সংকটের কথা বিবেচনা সারা রাজ্যের সাথে দলীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার বিজেপি বক্সনগর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, দলের সিপাহীজলা দক্ষিনের জেলা সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্যী,জেলা যুব মোর্চার সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ,বক্সনগর মন্ডল সম্পাদক শ্যামল কান্তি দাস,বক্সনগর মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি জিমুল হক,জিলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ সিং মন্ডল ,সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বগন।এদিনের রক্তদানকে উদ্দেশ্য করে দলীয় কর্মী সমর্থক সহ রক্তদাতাদের উৎসাহ ও উদ্দিপনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে মুসলিমদের পবিত্র এই রমজান মাসে ধর্মীয় উপবাস থেকেও অনেকেই এই রক্তদানের মতো মহৎ কাজে এগিয়ে এসেছেন।এই দিনের শিবিরে মোট ১৬জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। তবে রক্তদানকে উদ্দেশ্য করে বক্সনগর মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি জিমুল হক জানান, তাদের দল শুধু কেবল রক্তদানেই সীমাবদ্ধ নয়,মানুষের সুখে দুঃখে সর্বদাই দল সাধারণ মানুষের পাশে অতীতে ছিল এবং আগামী দিনেও পাশে থাকবে। গত বছরও এই করোনা মহামারীতে যুব মোর্চার উদ্যোগে ৭০জন যুবক রক্তদান দিয়ে রাজ্যের রক্তশূন্যতা দূরীকরনে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল। রক্তদান শিবিরের শেষে যুব মোর্চার সভাপতি জিমুল হক জানান আগামী দিনেও এই রক্ত দানের মতো মহৎ কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাডব্যাংক পুলিশ যখন রক্তের মজুত তলানিতে এসে ঠেকেছে ঠিক সেই সময়ে যুব মোর্চার এ ধরনের রক্তদান শিবির উৎসাহব্যঞ্জক বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

# ঋণের দায়ে বসত বাড়ি বিক্রি করে অবশেষে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে গাছের তলায় আশ্রিত যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।** ঋণের দায়ে বসত বাড়ি বিক্রি করে অবশেষে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে গাছের তলায় আশ্রিত এক যুবক। ঘটনা সাবরুম মহকুমার চলিতাছড়ি গ্রামে।বৃদ্ধা মাকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে গাছ তলায় দিনযাপন দীপঙ্কর নমঃ নামে এক যুবকের।মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানী গুলি থেকে ঋন নিয়ে পরিশোধ করতে না পারায় কোম্পানী গুলি প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। তা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে নিজের বসত বাড়ি বিক্রি করে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বাধ্য হয়েই খোলা আকাশের নিচে গাছ তলায় বসবাস করছে দিপঙ্কর নমঃ গত চারদিন যাবৎ।ঘটনার বিবরণে জানা রায়, গত বৎসর লকডাউন এর আগে মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি বন্ধন, আশা, ভিলেজ, বাক্সা গ্রুপ এর মনুবাজার ব্রাঞ্চ থেকে ঋণ গ্রহণ করে সাব্রুম মহাকুমার চালিতাছড়ি এডিসি ভিলেজের ঠাকুরছড়া এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর নমঃ । লকডাউন এর ফলে পেশায় দিনমজুর দীপঙ্কর নমঃ র কাজ না থাকায় দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করাও দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলি প্রতিনিয়ত ঋণের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য দীপঙ্কর এর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।আর এই চাপ সহ্য করতে না পেরে নিজের বসতবাড়িটি বিক্রি করে মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলির ঋণ পরিশোধ করলেও বর্তমানে তার ন্যূনতম মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে ফেলেছে। তাই বাধ্য হয়েই বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সাব্রুম এর কাঁঠালছড়ি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এর পাশে একটি আম গাছ তলায় খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করছে। যেকোনো সময় বর্ষা নামতে পারে।আর এরকম সময় বৃদ্ধা মাকে নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে খোলা আকাশের নিচে গাছ তলায় দিনযাপন করছে দীপঙ্কর। এই অসহায় বৃদ্ধা ও তার ছেলে সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের আশায় সাব্রুম মহকুমা শাসকের নিকট দরখাস্ত করে।মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলি ঋণ দানের পর সে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাদের উপর এত পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করে যাতে করে বাধ্য হয়েই এরকম অসহায় হতদরিদ্র লোকগুলি তাদের বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করতেও বাধ্য হয়। এরকম প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু দীপঙ্কর নমঃকে বসতভিটে টুকুও বিক্রি করতে হয় মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলির চাপে।

# কৃষিমন্ত্রীর হাত ধরে শুভ উদ্বোধন হল দক্ষিন জেলার মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্রের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ এপ্রিল।।** কৃষিমন্ত্রীর হাত ধরে শুভ উদ্বোধন হলো দক্ষিন জেলার মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্রের।শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় আজ শুভ উদ্বোধন হলো দক্ষিন জেলার মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্রের। ফিতাকেটে ও ফলক উন্মোচনের মধ্যদিয়ে এই মাশরুম কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়, শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার জেলা সভাপিতি কাকলী দাস দত্ত, দক্ষিন জেলার জেলা সহসভাধিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, বগাফা কৃষি তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আজকের এই

উদ্বোধন শেষে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় জানান বর্তমানে সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাসের দ্বীতিয় পর্যায়ের মহামারি চলছে। তাই কোনোপ্রকার অনুষ্ঠান ছারা সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে আজকের এই মাশরুশ উৎপাদন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করাহলো। এই মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্রটি বিগত কয়েকমাস আগে উদ্বোধন হবার কথাছিলো কিন্তু এডিসি নির্বাচনের ফলে এটি উদ্বোধন করাসম্ভব হয়েউঠেনি। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের মহামারির মধ্য কোনোপ্রকার অনুষ্ঠান ছারাই এই কেন্দ্রটি উদ্বোধন করাহলো।

মন্ত্রী জানান একদিকে করোনা ভাইরাসের মহামারির মধ্যে লোকজন ক্ষতিগ্রস্থ কিন্তু এর মধ্যে সকলকে আর্থিক দিকদিয়ে সাবলম্বী করতেগেলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর প্রয়োজন তাই রাজ্য সরকার থেমে নাথেকে লোকজনের উন্নয়নয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। অবশেষে তিনি সকলকে এই মহামারির মধ্যে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সমস্ত নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে চলারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান ও সকলের সুস্থতা কামনাকরেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।